CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

গৌরবের ৭২ তম বছর

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-343 ■ 12 September, 2026 ■ আগরতলা ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ২৫ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ব্রিকস সম্মেলনের আগে মোদি-পুতিন বৈঠক

বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও ২০৩০ অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর(আইএএনএস) ।। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে শুক্রবার নয়াদিল্লিতে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিরগিজস্তানের বিশকেকে দু'দেশের নেতার বৈঠকের দু'সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে ফের তাঁদের সাক্ষাৎ হল। ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকের পর 'এক্স'-এ প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, দিল্লিতে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে দেখা করে তিনি আনন্দিত। বৈঠকে দু'দেশের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি ২০৩০ সালের অর্থনৈতিক সহযোগিতা কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এছাড়াও পরিকাঠামো, জ্বালানি, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বের সময় বিশ্বের কল্যাণে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েও দুই নেতা মতবিনিময় করেন।

বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, বৈঠকে ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, মহাকাশ, দক্ষতা ও মানবসম্পদ চলাচল এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

দুই নেতা রাশিয়ার আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনী 'ইনোপ্রম ইন্ডিয়া'-র আয়োজনকে স্বাগত জানান। ২০২৬ সালের ৯ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো ভারতে আয়োজিত এই প্রদর্শনী বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক আরও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেও তাঁরা মত প্রকাশ করেন। বৈঠকের পর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘট প্রভাব রাজ্যেও ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর ।। সপ্তাহে পাঁচ দিন ব্যাংকিং পরিষেবা চালু রাখার দাবিসহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে শুক্রবার দেশজুড়ে ব্যাংক ধর্মঘট পালন করলেন ব্যাংক কর্মীরা। ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নের ডাকে এই ধর্মঘটের আয়োজন করা হয়।

ব্যাংক কর্মীদের অন্যতম প্রধান দাবি হল, সপ্তাহে পাঁচ দিন ব্যাংকিং পরিষেবা চালু করা। অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহের শনিবার ও রবিবার ব্যাংক ছুটি রাখার দাবি জানিয়েছেন কর্মীরা। দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবিতে সরব বিভিন্ন ব্যাংক কর্মী সংগঠন।

ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নের ডাকে শুক্রবারের এই ধর্মঘটের ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাংকিং পরিষেবা ব্যাহত হয়। ধর্মঘটে অংশ নেন বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মীরা। সংগঠনগুলির দাবি, কর্মীদের কাজের চাপ কমানো এবং কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে সপ্তাহে পাঁচ দিন ব্যাংকিং পরিষেবা চালু করা প্রয়োজন।

ব্যাংক কর্মী সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাদের দাবিগুলি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে। তবে এখনও পর্যন্ত দাবিগুলির পূর্ণাঙ্গ সমাধান না হওয়ায় ফের ধর্মঘটের পথে হাঁটতে হয়েছে বলে দাবি সংগঠনগুলির।

ধর্মঘটের জেরে গ্রাহকদের ব্যাংকিং পরিষেবা পেতে সমস্যার মুখে পড়তে হয়। যদিও অনলাইন ব্যাংকিং, এটিএম এবং অন্যান্য ডিজিটাল পরিষেবা সচল থাকায় কিছু ক্ষেত্রে পরিষেবা চালু ছিল। তবে শাখাভিত্তিক ব্যাংকিং পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ গ্রাহকদের ভোগান্তির আশঙ্কা তৈরি হয়।

ব্যাংক কর্মীদের দাবি, সপ্তাহে পাঁচ দিন ব্যাংকিং পরিষেবা চালু হলে কর্মীদের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে ব্যাংকিং পরিষেবার মানও উন্নত হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বার্তাও দিয়েছে কর্মী সংগঠনগুলি।

১,১১৬ পিজি ও ২,১৯৩ স্নাতক শিক্ষক পদ পূরণের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে দীর্ঘদিনের শিক্ষক সংকট নিয়ে কড়া অবস্থান নিল ত্রিপুরা হাইকোর্ট। স্বতঃপ্রণোদিত জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, অবসর, মৃত্যু, পদত্যাগ কিংবা চাকরি থেকে বরখাস্তের কারণে কোনও শিক্ষক পদ 'ল্যাপ্স' হয়ে যায় না। ফলে নতুন করে পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অপ্রয়োজনীয় উল্লেখ করে ১,১১৬টি শূন্য পিজি টিচার পদে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

গ্র্যাজুয়েট টিচার পদ নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে হাইকোর্ট। আদালতের নথি অনুযায়ী, অবসর, মৃত্যু, পদত্যাগ কিংবা চাকরি শেষ হওয়ার কারণে বর্তমানে ২,১৯৩টি গ্র্যাজুয়েট টিচার পদ শূন্য রয়েছে। অথচ এর মধ্যে মাত্র ২৩০টি পদ পূরণের জন্য ত্রিপুরা রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ফর টিচার্স বা টিআরবিটি-কে রিকুইজিশন পাঠানো হয়েছিল। কেন এত বিপুল সংখ্যক শূন্য পদের মধ্যে মাত্র ২৩০টি পদ পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত।

এদিকে ২৩০টি গ্র্যাজুয়েট টিচার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন বা এসএলপি বিচারাধীন রয়েছে। তবে ওই মামলায় পদ পূরণের ওপর কোনও স্থগিতাদেশ নেই বলে উল্লেখ করেছে হাইকোর্ট। পড়ুয়াদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে এসএলপির ফলাফলের অধীনেই এই পদগুলিতে নিয়োগ করা হবে কি না, সে বিষয়ে পরবর্তী শুনানির আগেই রাজ্যকে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

অন্যদিকে, ২০২৫ সালে সৃষ্টি করা ৭০০টি গ্র্যাজুয়েট টিচার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াও দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। মামলায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে টিআরবিটির চেয়ারম্যানকে পঞ্চম প্রতিপক্ষ হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী শুনানির আগে এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা জানিয়ে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষক পদ ছাড়াও স্কুলগুলিতে প্রশাসনিক পদ পূরণের বিষয়েও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ১৬২টি হেডমাস্টার, ১০০টি অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার এবং হাই স্কুলে আরও ৩০৪টি হেডমাস্টার পদ পূরণের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টের এই নির্দেশে রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে দীর্ঘদিনের শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মীর ঘাটতি পূরণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে একদিকে যেমন শিক্ষক সংকট কিছুটা কমবে, তেমনই সরকারি স্কুলগুলির পঠন-পাঠনের পরিবেশও আরও স্বাভাবিক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মামলাটি পরবর্তী শুনানির জন্য ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিসি নির্বাচন

এনডিএ জোটের ঐক্যবদ্ধ লড়াই ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর ।। আগামী ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি, আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথাকে নিয়ে এনডিএ জোটের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা। শুক্রবার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি জানান, জোট নিয়ে দুই পক্ষের কমিটি ইতিমধ্যেই আলোচনা চালাচ্ছে। আলোচনার পরিবেশ এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট ইতিবাচক বলেও দাবি করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত বছরও জোট নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। দিল্লিতেও জোটসঙ্গীদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে সেই প্রক্রিয়া এগোয়নি। তাঁর কথায়, বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনের আগে জোটের সমীকরণে পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। তবে এবার এনডিএ-র শরিকদের সঙ্গে একসঙ্গে নির্বাচনে লড়ার বিষয়েই আলোচনা হয়েছে, সেই অনুযায়ী প্রস্তুতিও চলছে। তবে আসন সমঝোতা নিয়ে এখনো চূড়ান্ত কিছু হয়নি, আজকের মধ্যেই সেটিও পরিষ্কার হবে।

তিনি জানান, বিজেপি, আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথাকে নিয়ে এনডিএ হিসেবে নির্বাচনে লড়াই করার বিষয়টি আলোচনায় রয়েছে। ইতিমধ্যেই উভয় পক্ষের কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সেই কমিটিগুলি আসন সমঝোতা-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্তও এই নিয়ে বৈঠক হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

জোটের আসন সমঝোতা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোন দল কতগুলি আসনে লড়বে, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। কমিটির আলোচনার পরই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। নির্বাচনী প্রচারে শরিক দলগুলি একসঙ্গে অংশ নেবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পরিস্থিতি ও সমঝোতার ভিত্তিতে প্রচারের বিষয়টি নির্ধারণ করা হবে। এ বিষয়ে জোটের সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

অন্যদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যার বিষয়েও মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা দ্রুত মেরামতের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন তিনি। যেসব রাস্তা মোটর চলাচলের উপযোগী নয়, অন্তত সেগুলিকে সংকার করার কাজ দ্রুত করার ওপর জোর দেন মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাস্তা সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু প্রযুক্তিগত বিষয় রয়েছে। সেগুলি বিবেচনা করেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমাতে দ্রুত মেরামতের প্রয়োজন রয়েছে বলেও তিনি জানান। সেই অনুযায়ী তিনি নির্দেশ দিয়েছেন বলেও এদিন জানিয়েছেন।

আসন্ন দুর্গাপূজার আগেই আগরতলা শহর এলাকার রাস্তাঘাট দৃষ্টিনন্দন ও চলাচলের উপযোগী করে তোলা হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, দুর্গা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিসি নির্বাচন

১০,৮৮৯ টি মনোনয়ন বৈধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ভিলেজ কমিটির নির্বাচনে ১০,৯৩৮ জন প্রার্থীর পক্ষ থেকে ১০,৯৬১টি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে মনোনয়নপত্র পরীক্ষানিরীক্ষার সময় ৭২টি মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। সব মিলিয়ে ১০,৮৮৯টি মনোনয়নপত্র বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে। মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর দলগত ভিত্তিতে বিজেপি''র ১৯৭১টি, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধী পঞ্চায়েত সদস্যের ওয়ার্ডে রেগার কাজ বন্ধের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ সেপ্টেম্বর ।। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর স্লোগান দিলেও বিরোধী দলের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যের ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষকে সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছেএমনই গুরুতর অভিযোগ উঠেছে বিজেপি পরিচালিত ছনতৈল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বিরোধী দলের সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় তাঁর ওয়ার্ডে রেগার কাজও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমি বিবাদের জেরে প্রবীণের উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা, টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর ।। জমি সংক্রান্ত পুরনো বিবাদের জেরে ৬৬ বছরের এক প্রবীণের ওপর ধারালো অস্ত্র, লাঠি ও রড নিয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর কাছ থেকে নগদ ১০ হাজার ১০০ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানাধীন দক্ষিণ ফুলবাড়ী এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।

আহত প্রবীণের নাম আপ্তার আলী (৬৬)। তাঁর বাড়ি কদমতলা এলাকার লক্ষ্মীনগরের ২ নম্বর ওয়ার্ডে। পরিবারের অভিযোগ, শুক্রবার কদমতলা ব্যাংক থেকে টাকা তুলে বাড়ি ফেরার পথে দক্ষিণ ফুলবাড়ী এলাকায় তাঁর পথ আটকায় চার ব্যক্তি। এরপর পুরনো জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে আনোয়ার হোসেন, জয়নাল আলী, আব্দুর রহমান ও মইন উদ্দিন তাঁর ওপর অতর্কিত হামলা চালায় বলে অভিযোগ।

অভিযোগ, হামলাকারীরা ধারালো অস্ত্র, লাঠি ও রড দিয়ে আপ্তার আলীকে মারধর করে গুরুতর জখম করে। পাশাপাশি ব্যাংক থেকে সদ্য তোলা ৯ হাজার ৯০০ টাকা এবং তাঁর পকেটে থাকা আরও ২০০ টাকা, মোট ১০ হাজার ১০০ টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয় বলেও পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

হামলার পর রক্তাক্ত অবস্থায় আপ্তার আলীকে উদ্ধার করে প্রথমে কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। বর্তমানে তিনি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার পর আহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্ত চারজনের বিরুদ্ধে কদমতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। প্রকাশ্য রাস্তায় একজন প্রবীণ নাগরিকের ওপর এমন হামলার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

এদিকে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কদমতলা থানার পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

নির্বাচনী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর ।। আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের নির্বাচনী পরিবেশ, প্রশাসনিক ভূমিকা এবং বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে সরব হল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। শুক্রবার প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একাধিক অভিযোগ তুলে নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্তের দাবি জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক মিলন কর এবং তপশিলি সংগঠনের চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস।

প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। তাঁর দাবি, "যে যত বড় অপরাধী, ক্ষমতার অলিন্দে তার কদর তত বেশি।" ক্ষমতাবানদের প্রশ্রয় ছাড়া একের পর এক অপরাধ সংঘটিত হওয়া সম্ভব কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।

ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনের আগে বর্তমান স্টেট ইলেকশন কমিশনারের নিয়োগ নিয়েও প্রশ্ন তোলে প্রদেশ কংগ্রেস। কংগ্রেসের অভিযোগ, তাঁর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অনিয়ম, প্রশাসনিক বেনিয়ম, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিলেজ নির্বাচন

১,০৬৯ মনোনয়ন প্রত্যাহার, মাঠে ৮,৭৫১ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় ৫৬৪টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরার ভিলেজ কাউন্সিল (ভিসি) নির্বাচনকে ঘিরে মনোনয়ন প্রত্যাহার পর্ব শেষে চূড়ান্ত লড়াইয়ের ছবি আরও স্পষ্ট হল। নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নির্দল প্রার্থী মিলিয়ে মোট ৯,৮২০ জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিলেন। এর মধ্যে মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন ১,০৬৯ জন। ফলে বর্তমানে নির্বাচনী লড়াইয়ে রয়েছেন মোট ৮,৭৫১ জন প্রার্থী।

দলভিত্তিক হিসাবে সবচেয়ে বেশি প্রার্থী রয়েছে তিপ্রা মথার। চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিপ্রা মথার প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৪,২৭৯ জন। এর মধ্যে ৮০ জন মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। ফলে বর্তমানে টিপ্রা মথার ৪,১৯৯ জন প্রার্থী নির্বাচনী ময়দানে রয়েছেন।

সিপিআই(এম)-এর চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২,১৫১ জন। এর মধ্যে ৩০২ জন মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় বর্তমানে ১,৮৪৯ জন প্রার্থী রয়েছেন। বিজেপির ১,৮৫৩ জন চূড়ান্ত প্রার্থীর মধ্যে ১০৫ জন মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। ফলে বিজেপির ১,৭৪৮ জন প্রার্থী লড়াইয়ে রয়েছেন।

অন্যদিকে, কংগ্রেসের ৪২৫ জনের মধ্যে ৩৯ জন প্রত্যাহার করায় ৩৮৬ জন, আইপিএফটির ৩৫৬ জনের মধ্যে ১২৮ জন প্রত্যাহার করায় ২২৮ জন, সিপিআইয়ের ৩ জনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রকাশ্য দিবালোকে চেইন ছিনতাই

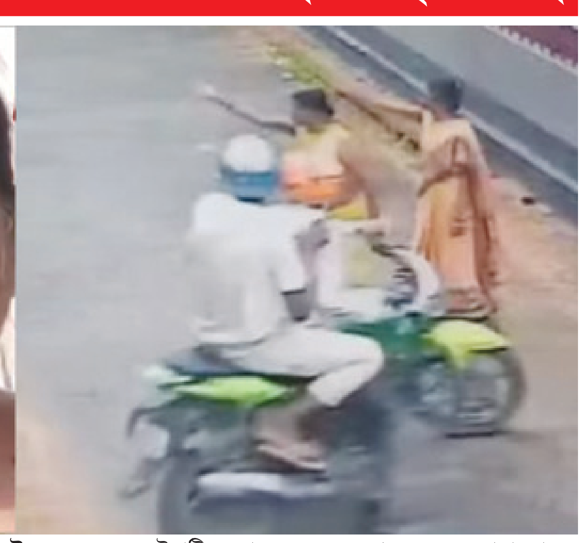

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর ।। ফের প্রকাশ্য দিবালোকে চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল আগরতলা শহরে। আজ যোগেন্দ্রনগর এলাকার রামঠাকুর মন্দির সংলগ্ন এলাকায় এক মহিলার গলার সোনার চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাইকে আসা দুই যুবকের বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শুক্রবার বেলা প্রায় ১১টা নাগাদ গীতারাণী দাস নামে ওই মহিলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় একটি বাইকে করে দুই যুবক তাঁর সামনে আসে। কথাবার্তার একপর্যায়ে আচমকাই এক যুবক তাঁর গলায় হাত দিয়ে সোনার চেইনটি টানতে শুরু করে। তিনি চেইনটি ধরে রাখার চেষ্টা করলে অভিযুক্তরা তাঁকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেয় বলে অভিযোগ।

ধাক্কায় তাঁর হাঁটু, কনুই এবং পায়ে আঘাত লাগে বলে জানান গীতারাণী দাস। এরপর অভিযুক্ত দুই যুবক চেইনটি ছিনিয়ে নিয়ে বাইকে করে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তাঁর সঙ্গে থাকা আরও এক মহিলা ঘটনাটি দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন বলে জানা গেছে। ছিনতাই হওয়া সোনার চেইনটির বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বলে দাবি করেছেন গীতারাণী দাস।ঘটনার পর তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, প্রকাশ্য দিবালোকে এভাবে গলা থেকে চেইন ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, এর আগেও এলাকায় মিছিল বা বিভিন্ন কর্মসূচির সময় বাইক নিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। ফের এমন ঘটনার শিকার হওয়ায় তিনি পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তবে এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের পরিচয় বা গ্রেফতারের বিষয়ে কোনও তথ্য জানা যায়নি। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে বলে জানা গেছে।

এদিকে, প্রকাশ্য দিবালোকে শহরের ব্যস্ত এলাকায় পরপর ছিনতাইয়ের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। অভিযুক্তদের দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেফতার এবং এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সরকারি টাকায় বাড়ির সুরক্ষা পাঁচিল

অভিযোগ নগর পঞ্চায়েতের সদস্যের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর ।। জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করার বদলে একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিই সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিচ্ছেনএমন অভিযোগকে কেন্দ্র করে ফের বিতর্কে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত। এবার অভিযোগের কেন্দ্রে নগর পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার সুনীতি নমঃ মল্লিক। অভিযোগ, নগর পঞ্চায়েতের অর্থে ঠাকুরমুড়া এলাকায় তাঁর বাড়ির সীমানা ঘেঁষে গার্ড ওয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে। আর এই নির্মাণকাজ ঘিরেই ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কমিশনারের বাড়ির সীমানার মধ্যে থাকা একটি ঘরকে সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সরকারি অর্থে ওই গার্ড ওয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে। যদিও নির্মাণকাজের পেছনে জনস্বার্থের যুক্তি দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

বাসিন্দাদের প্রশ্ন, সত্যিই যদি এটি জনস্বার্থে নির্মাণ করা হয়ে থাকে, তাহলে এলাকার দীর্ঘদিনের জল নিকাশি, রাস্তা ও গার্ড ওয়াল সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান আগে করা হচ্ছে না কেন? তাঁদের দাবি, বর্ষাকালে এলাকার একাধিক জায়গায় জল জমে সাধারণ মানুষের চলাচলে সমস্যা তৈরি হয়। কিন্তু সেই সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান না করে একজন জনপ্রতিনিধির বাড়ির সামনে গার্ড ওয়াল নির্মাণ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, রাস্তার জল গড়িয়ে এক বাসিন্দার বাড়িতে ঢুকে তাঁর শৌচালয়ের ট্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্য এক বাসিন্দার বাড়ির দেওয়ালেও গুরুতর ফাটল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ইং
২৫ ভাদ্র, শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

আলোচনাই সংঘাতে ইতি টানিতে পারে

নয়াদিল্লিতে ১৮তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের ঠিক আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই মেগা বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, জ্বালানি, এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতা নিয়য়া বিস্তর আলোচনা হইয়াছে।বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী ইউক্রেন এবং পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাতের কথা উল্লেখ করিয়া পুতিনকে স্পষ্ট বার্তা দেন যে, 'সংঘাতের সমাধান কেবল সংলাপ ও কূটনীতির মাধ্যমেই সম্ভব'। অন্তহীন যুদ্ধ কোনো সমাধান নয় এবং ভারত যেকোনো বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় সবরকম সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত। এছাড়াও কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে সংঘাতের ফলে ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার বিষয়টিও আলোচনায় উঠিয়া আসে।

দু'সপ্তাহের মধ্যে দুইবার বৈঠক। প্রথমটি কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে। দ্বিতীয়টি দিল্লিতে। ব্রিক্স সম্মেলনের আগে শুক্রবার দিল্লিতেপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মুখোমুখি বসিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বাণিজ্য, জ্বালানির মতো বিষয়গুলির পাশাপাশি বৈঠকে উঠিয়া আসে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সংঘাতের কথাও। এ বিষয়ে মোদী ফের স্পষ্ট করিয়া দেন দিল্লির অবস্থান। আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধানের উপরে জোর দেন তিনি। পুতিনকে জানান, এ ক্ষেত্রে ভারতও সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত।প্রধানমন্ত্রীকে রাশিয়া সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানান পুতিন। পরে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানায়, অর্থনীতি, কূটনীতি, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, মহাকাশ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে।আলোচনায় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পরিস্থিতির কথাও উঠিয়া আসে। বিশেষ করিয়া পশ্চিম এশিয়া এবং কৃষ্ণ সাগরীয় অঞ্চলে সংঘাতের বিষয়ে আলোচনা হয় দুই নেতার। এই সংঘর্ষগুলি যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপরে বিরূপ প্রভাব ফেলিতেছে, তাহা নিয়াও কথাবার্তা হয় মোদী-পুতিনের। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার যে কোনও উদ্যোগে সাহায্য করিবার জন্য ভারত সব সময় তৈরি আছে। আলোচনা এবং কূটনৈতিক পথেই সংঘাত থামানো সম্ভব বলিয়া মনে করেন তিনি। সে কথাও জানাইয়াছেন পুতিনকে।এ দিনের বৈঠক শেষে একসঙ্গে একই গাড়িতে ওঠেন মোদী-পুতিন। ফের একবার প্রধানমন্ত্রীর 'গাড়ি কূটনীতি'র ঝলক দেখা গেল দিল্লিতে। গত ৩১ অগস্ট বিশকেকে এসসিও সম্মেলনে গিয়া পুতিনের লিমুজিনে সওয়ার হইয়াছিলেন মোদী।শুক্রবারের বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা নিয়াও আলোচনা

হইয়াছে দুই রাষ্ট্রনেতার। গত মার্চ মাসে ভারতকে 'এসইউ-৫৭ই' যুদ্ধবিমানের 'যৌথ উৎপাদন' এবং 'সম্পূর্ণ প্রযুক্তি হস্তান্তরে'র প্রস্তাব দিয়াছিল রাশিয়া। এই পরিস্থিতিতে মোদী-পুতিন বৈঠকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়া আলোচনা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য এবং তাহাদের কাছ থেকে জ্বালানি কেনা নিয়া ভারতের উপরে বিভিন্ন সময়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সে দিক থেকেও মোদী-পুতিন বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেছে কূটনৈতিক মহল।

শিক্ষক দিবস: এনইপি ২০২০-তে শিক্ষকদের ভূমিকা এবং 'বিকশিত ভারত' - এর পথে ভারতের যাত্রা

শ্রী প্রহ্লাদ জোশী

ভারতীয় পরম্পরায় শিক্ষাকে সর্বদা এমন একট যাত্রা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে যা ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে এবং সমাজকে সমৃদ্ধ করে। জ্ঞান মানুষকে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম করে তোলে, আর শিক্ষকের নির্দেশনা শেখার উদ্দেশ্য, অভিমুখ ও এর অর্থ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করে। প্রাচীন ভারতের গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে আজকের শ্রেণিকক্ষ পর্যন্ত- এই যাত্রার কেন্দ্রবিন্দুতে সর্বদা রয়েছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যকার সম্পর্ক; আর "শিক্ষক দিবস" আমাদের সেই সম্পর্ককে উদযাপনের সুযোগ করে দেয়। প্রতি বছর ৫ই সেপ্টেম্বর আমরা বিশিষ্ট পণ্ডিত, দার্শনিক ও শিক্ষক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনজির স্মরণে "শিক্ষক দিবস" পালন করি। তাঁর জীবন শিক্ষার মর্যাদা এবং সমাজে একজন শিক্ষকের গভীর অবদানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই এই দিনটি কেবল শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি আমাদের সেইসব সভ্যতার মূল্যবোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা ভারতে শিক্ষা ও শিক্ষকের ধারণাকে গড়ে তুলেছে। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যে শিক্ষককে এমন একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে শ্রদ্ধা করা হতো, যিনি শিক্ষার্থীকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। "গুরুদেব ভবঃ"-এর মূল ভাবনায় শিক্ষকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ ঘটত; কারণ শৃঙ্খলা, চরিত্র, মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও শিক্ষকের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। শিক্ষাকে তখন সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হতো।

ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় "গুরু-শিষ্য পরম্পরা" আজও বিদ্যমান। একজন শিক্ষকের অবদান কেবল পুঁথিগত শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা একজন ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সঠিক পথের দিশা দেন, তাদের সুপ্ত প্রতিভার বা শক্তির সন্ধান করেন, আগ্রহের ক্ষেত্রগুলোতে এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহিত করেন এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সহায়তা করেন। তাঁদের এই নির্দেশনা একজন ব্যক্তির জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে এবং তাঁকে একজন সফল ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে। এভাবেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যকার এই বিশেষ বন্ধন তরুণ প্রজন্মের জীবনকে প্রতিনিয়ত গড়ে তোলে। শিক্ষাচর্চার এই ইতিহাসে ভারতের দীর্ঘ সমৃদ্ধ শিক্ষাগত ঐতিহ্যই পরিলক্ষিত হয়। তক্ষশিলা, বিক্রমশিলা ও নালন্দার মতো আমাদের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রগুলো ভারত ও এর বাইরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থী ও পণ্ডিতদের আকৃষ্ট করেছিল। এগুলি গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য, ভাষা এবং জীববিজ্ঞানের মতো বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্যচর্চা, আলোচনা ও মতবিনিময়ের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই ঐতিহ্যের মূলে রয়েছে মানবজীবনে জ্ঞানের তাৎপর্য সম্পর্কে এক গভীর উপলব্ধি। সংস্কৃত প্রবাদ জ্ঞানং মনুজস্য তৃতীয়ং নেত্রম-এ জ্ঞানকে মানুষের তৃতীয় নয়ন হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। জ্ঞান আমাদের তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার গণ্ডি পেরিয়ে দেখার, বিষয়বস্তুকে আরও গভীরভাবে অনুধাবন করার এবং চিন্তাশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা জোগায়। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি শিক্ষার্থীকে কেবল তথ্য আহরণের পর্যায় থেকে গভীর উপলব্ধির স্তরে এবং সেখান থেকে প্রজ্ঞার পথে পরিচালিত করেন।

একবিংশ শতাব্দীর সুযোগ- সুবিধা কাজে লাগানোর লক্ষ্যে ভারত যখন তার শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রস্তুত করছে, তখন এই ধারণাগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির দূরদর্শী নেতৃত্বে, একটি উন্নত ও জ্ঞান-ভিত্তিক জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার পথে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাকে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করা হয়েছে। "জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০" এই যাত্রার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই শিক্ষাব্যবস্থার নীতিতে শিক্ষার্থীকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে এবং সামগ্রিক বিকাশ, ধারণাগত বোঝাপড়া, বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাভাবনা, সৃজনশীলতা, অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক শিক্ষা ও দক্ষতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি, এই নীতি ভারতীয় ভাষাগুলোর ওপর নতুন করে মনোযোগ প্রদান করেছে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), কোডিং, রোবোটিক্স ও অন্যান্য নতুন প্রযুক্তির মতো উদীয়মান ক্ষেত্রগুলোর জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করে তুলছে।

তথ্য প্রাপ্তি ও শেখার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি অভূতপূর্ব মাত্রায় নতুন নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করে চলেছে। শিক্ষক এই শেখার প্রক্রিয়ায় প্রাসঙ্গিকতা, দিকনির্দেশনা এবং মানবিক সংযোগ যুক্ত করছেন। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন একটি শ্রেণিকক্ষ তখনই প্রকৃত অর্থবহ হয়ে ওঠে, যখন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে, নতুন বিষয় সম্পর্কে অন্বেষণ করতে, বিষয়বস্তুকে অনুধাবন করতে এবং অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করে থাকেন। শিক্ষকরা শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যকে শ্রেণিকক্ষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় রূপান্তরের পাশাপাশি উদ্ভাবনী পদ্ধতি গ্রহণ ও প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটাচ্ছেন এবং শিক্ষার্থীদের তাদের নিজস্ব আগ্রহ ও সক্ষমতা খুঁজে পেতে সহায়তা করছেন।

জ্ঞানের পরিবর্তনশীল প্রকৃতি শিক্ষকের ভূমিকাকে ক্রমশ আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছে। বর্তমানে শিক্ষার্থীরা বিপুল ও বৈচিত্র্যময় তথ্যের নাগাল পাচ্ছে। শিক্ষকরা তাদের বিভিন্ন ধারণা সতর্কতার সাথে যাচাই করতে, তথ্য ও প্রকৃত উপলব্ধির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে, অর্থবহ প্রশ্ন করতে এবং অর্জিত জ্ঞান দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করতে সহায়তা করেন। এভাবেই শিক্ষা বিচারবুদ্ধি, আত্মবিশ্বাস ও চরিত্র গঠনের এবং সমাজে অর্থপূর্ণ অবদান রাখার সক্ষমতা অর্জনের একটি প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়।

ভবিষ্যতের ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের গুরুত্বের ওপর প্রধানমন্ত্রী সর্বদা জোর দিয়ে এসেছেন। তাঁর 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর রূপকল্পে ভারতের উন্নয়ন যাত্রার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তরুণ প্রজন্ম, আর শিক্ষকদের নিত্যদিনের কাজের মাধ্যমেই সেই ভবিষ্যতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হচ্ছে। কৌতূহল জাগিয়ে তোলা, আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা, সুপ্ত প্রতিভার স্বীকৃতি দেওয়া এবং মেধার বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষকরা তরুণ ভারতীয়দের ভবিষ্যতের দায়িত্ব ও সুযোগের জন্য প্রস্তুত করে তুলছেন।

গুরুকুল থেকে শুরু করে ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষের এই যাত্রা- নতুন সম্ভাবনাকে আলিঙ্গন করার পাশাপাশি সভ্যতার জ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের অসাধারণ সক্ষমতারই প্রতিফলন। শিক্ষার উপকরণ হয়তো পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু জ্ঞান অন্বেষণ এবং শিক্ষকের পথপ্রদর্শক ভূমিকা আমাদের শিক্ষাযাত্রার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে যায়। এই শিক্ষক দিবসে আমরা যখন আমাদের শিক্ষকদের সম্মান জানাচ্ছি, তখন আসুন আমরা সেই চিরন্তন ভারতীয় ঐতিহ্যকে উদযাপন করি যা জ্ঞানকে মানবজীবনের সর্বোচ্চ অন্বেষণের মধ্যে স্থান দেয় এবং যাঁরা তা প্রদান করেন, তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। আসুন আমরা এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করার মাধ্যমে এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাই, যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে, সমাজে অবদান রাখতে এবং ভারতের একটি উন্নত ও জ্ঞানসমৃদ্ধ ভবিষ্যতের পথে আত্মবিশ্বাসের সাথে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করে তুলবে।

(লেখক: কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এবং উপভোক্তা বিষয়ক ও গণবন্টন মন্ত্রকের মন্ত্রী)

অরুণ আলোয় অজানা উত্তম

নায়কোচিত ইমেজের নিরাপদ গণ্ডি ভেঙে, নিজের তারকা-সত্তাকে প্রশ্ন করে, ক্যামেরার সামনে বারবার নতুন করে দাঁড়ানোর সাহসএই অবাধ চলাফেরাটাই তাঁকে আলাদা করে দেয়। তাই ছেচল্লিশ বছর পরেও তিনি শুধু স্মৃতি নন। শতবর্ষেও তিনি শুধু ইতিহাস নন। তিনি এখনও উত্তম। আর বাঙালির কাছেমহানায়ক ***শৌভিক দে***

'উত্তম অবাধে চলে অধমের সাথে,
তিনিই সৌমিত্র, যিনি থাকেন তফাতে'

কলেজের ডিবেট থেকে বন্ধু-বান্ধবের আড্ডাউত্তম কুমার না সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কে বড় অভিনেতা, কে বেশি জনপ্রিয়, কে বেশি 'অভিনেতা'এই চিরন্তন বাঙালি তর্কে মজা করে হলেও ছড়াটা শোনা যেত। একদিকে আপামর বাঙালির স্বপ্নের নায়ক। অন্যদিকে 'বুদ্ধিজীবী' বাঙালির প্রিয় অভিনেতা। একজন ম্যাটিনি আইডল, অন্যজন 'থিংকিং ম্যানস হিরো'।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল, একসময় উত্তম কুমার নিজেই সেই 'অধম'-এর সঙ্গে চলতে চাননি। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, সেই 'অধম'-এর চরিত্রে অভিনয় করতে চাননি। সেই অধম আর কেউ ননরবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'-র 'সন্দীপ'। সত্যজিৎ রায় যখন ঘরে বাইরে করার কথা ভাবছেন, তাঁর চোখে 'সন্দীপ' হিসেবে ছিলেন উত্তম কুমার। চরিত্রটির আকর্ষণ আছে, ব্যক্তিত্ব আছে, বাগ্মিতা আছে। কিন্তু সেই আকর্ষণের আড়ালে আছে আত্মকেন্দ্রিকতা, সুযোগসন্ধান এবং নিজের স্বার্থে রাজনীতিকে ব্যবহার করার প্রবণতা।অর্থাৎ, দেখতে নায়কের মতো হলেও মানুষটি নায়ক নন। অপরাজিত-র শুটিংয়ের সময় অসুস্থ সত্যজিৎ রায়কে দেখতে গিয়েছিলেন উত্তম। সেই সময়ই পরিচালক তাঁকে 'সন্দীপ'-এর চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব দেন। উত্তম রাজি হননি। কিন্তু গল্পে এখানেই প্রথম মোচড়।

অভিনয় করতে না চাইলেও ছবিটি প্রযোজনা করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিলএমন উল্লেখ পরবর্তী স্মৃতিচারণায় পাওয়া যায়। তাঁর 'আলোছায়া' প্রোডাকশন্সের মাধ্যমে 'ঘরে বাইরে' প্রযোজনার প্রস্তাবও নাকি দিয়েছিলেন তিনি।সময়টা ১৯৫৬ নাগাদ। আর এই উত্তম কুমারকে বুঝতে গেলে আমাদের আরও আট বছর পিছিয়ে যেতে হবে।

১৯৪৮। নাম তখন অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়। দৃষ্টিদান দিয়ে অভিনয় জীবনে প্রবেশ। কিন্তু সেই প্রবেশের সঙ্গে সাফল্যের কোনও সম্পর্ক ছিল না। বরং শুরুটা ছিল ব্যর্থতা দিয়ে। একটার পর একটা ছবি। একটার পর একটা হতাশা। নাম বদলালেন, চরিত্র বদলালেন, ব্যর্থতা বদলাল না। এমন একটা সময় এল, যখন স্টুডিওপাড়ায় তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে গেল নির্মম এক তকমা 'ফ্লপ মাস্টার জেনারেল'। আজকের উত্তম কুমারকে কল্পনা করলে কথাটা অবিশ্বাস্য লাগে। কিন্তু তখন সত্যিই এমন একটা সময় ছিল, যখন উত্তমকে নিয়ে হাসাহাসি হত। কাজ পাওয়া কঠিন। নিজের জায়গা তৈরি করা আরও কঠিন। পর্দায় নায়ক হওয়ার স্বপ্ন দেখা ছেলেটিকে বাস্তবের স্টুডিওপাড়া বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছেতুমি এখনও কেউ নও।

তখন সিনেমা তাঁর একমাত্র ভরসাও নয়। 'কলকাতা পোর্ট কমিশনার্স' অফিসে চাকরি করতে হচ্ছে। দিনের একদিকে চাকরি, অন্যদিকে স্টুডিও। সন্ধ্যা নামলেই সিনেমার দরজায় কড়া নাড়া। আজ কাজ মিলবে কি না, আগামী ছবিটা চলবে কি নাকিছুই নিশ্চিত নয়। কিন্তু একটা জিনিস নিশ্চিত ছিল। লোকটা হাল ছাড়ছেন না।

নিজের অভিনয় নিয়ে কাজ করতে থাকলেন তিনি। উচ্চারণ, শরীরী ভাষা, ক্যামেরার সামনে স্বাভাবিক থাকাসবকিছু নিয়ে নিজেকে তৈরি করতে থাকলেন। যে জড়তা একদিন তাঁকে পিছিয়ে দিচ্ছিল, সেটাকেই ধীরে ধীরে জয় করলেন। অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভিতরে তখন জন্ম নিচ্ছে উত্তম কুমার।

১৯৫২-তে 'বসু পরিবার'। এবার যেন ভাগ্যের দরজায় প্রথম ফাঁক। তার পর ১৯৫৩'সাড়ে চুয়াত্তর'। সুচিত্রা সেনের সঙ্গে সেই জুটি, যা বাংলা ছবির ইতিহাসই বদলে দিল।তারপর 'অগ্নিপরীক্ষা'। 'সাগরিকা'। 'শাপমোচন'। একসময়ের 'ফ্লপ মাস্টার জেনারেল' হয়ে উঠলেন বাংলা ছবির সবচেয়ে বড় তারকাদের একজন। মাত্র আট বছর। ১৯৪৮-এর অরুণ থেকে ১৯৫৬-এর উত্তম। এটাই সেই উত্তম, যাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন সত্যজিৎ রায়। আর সেই উত্তমই সন্দীপ হতে চাইলেন না।কী আশ্চর্যসত্যজিৎ যাঁর মধ্যে' সন্দীপ'কে দেখতে পাচ্ছেন, তিনি নিজেই হয়তো বুঝেছিলেন, তাঁর তৈরি নায়ক-ইমেজের ভিতর সেই চরিত্রকে গ্রহণ করা সহজ হবে না। কিন্তু ইতিহাসের আরও বড় রসিকতা তখনও বাকি। 'সন্দীপ হতে না-চাওয়া উত্তম কুমারই কয়েক বছর পরে সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক'-এ এমন একটি চরিত্র করলেন, যেখানে তাঁকে নিজের তারকা-সত্তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হল। 'অরিন্দম মুখার্জি'। একজন জনপ্রিয় চলচ্চিত্র তারকা। বাইরে আত্মবিশ্বাস। ভিতরে সংশয়। বাইরে সাফল্য। ভিতরে ভয়। বাইরে হাজার মানুষের ভালোবাসা। ভিতরে একা একজন মানুষ। নায়ক যেন উত্তম কুমারের তারকা- জীবনের ভিতরেই সত্যজিতের ক্যামেরা ঢুকিয়ে দিল। আর শুটিংয়ের শুরুতেই ঘটে গেল সেই মেকআপের ঘটনা। নায়ক করার কিছুদিন আগেই উত্তম কুমার চিকেনপক্সে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মুখে তার দাগ রয়ে গিয়েছিল। নিজের চেহারা নিয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। তার ওপর প্রথম দিনের প্রথম শটেই সত্যজিৎ জানিয়ে দিলেনমেকআপ হবে না। উত্তমের স্বাভাবিকভাবেই আপত্তি ছিল। মহানায়কের মুখে মেকআপ থাকবে না? কিন্তু সত্যজিৎ জানতেন তিনি কী করছেন। তিনি উত্তমকে আশ্বস্ত করলেনপ্রথমে মেকআপ ছাড়া একটা শট নেওয়া হোক। ভালো না লাগলে পরে মেকআপ নেওয়া যাবে।

উত্তম রাজি হলেন। ক্যামেরা চলল। শট হল। তারপর রাশ দেখানো হল। আর সেখানেই বদলে গেল উত্তমের মন। নিজেকে পর্দায় দেখে তিনি মুগ্ধ। মেকআপ ছাড়াই এত ভালো লাগছে! মুখের দাগও আলো-ছায়ার খেলায় যেন আর তেমন চোখে পড়ছে না। সন্দেহটা কেটে গেল। সত্যজিৎ যেন তাঁর মুখ থেকে মেকআপ সরিয়ে শুধু মুখটাই দেখাননিতারকার মুখোশটাও একটু সরিয়ে দিয়েছিলেন। আর সেই মুখের আড়ালে যে অভিনেতা, নায়ক তাঁকেই সামনে নিয়ে এল।

ট্রেনের কামরায় শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে কথোপকথন। সাংবাদিকের সামনে তারকার আচরণ। পুরনো স্মৃতির মুখোমুখি হওয়া। স্বপ্নের ভিতরে ঢুকে যাওয়া। অপরাধবোধ, ভয়, আত্মপ্রবঞ্চনা। উত্তম যেন নিজের তৈরি করা ইমেজের ভিতরে ঢুকে সেই ইমেজটাকেই খুলে ফেলছেন। অভিনেতা শুধু চরিত্র পড়ছেন না। পরিচালককেও পড়ছেন। নায়ক-এর শুটিং নিয়ে প্রচলিত একটি স্মৃতিচারণায় আছে, একটি দৃশ্যের শট ঠিকমতো হচ্ছিল না। সত্যজিৎ সন্তুষ্ট নন। পরিচালক টেনশনে। উত্তম কিছুটা সময় চাইলেন। ফিরে এসে দিলেন নিখুঁত শট। কী করে করলেন?

উত্তমের নাকি উত্তর ছিলশট ঠিক না হওয়ায় পরিচালকের যে টেনশন, সেটাই তিনি নিজের চরিত্রের টেনশন হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। ঘটনাটি সত্য হোক বা শুটিং-স্মৃতির কিংবদন্তিউত্তম কুমারের অভিনয়বোধ বোঝাতে এর চেয়ে সুন্দর গল্প আর কী হতে পারে? সত্যজিৎ পরে উত্তমের অভিনয় সম্পর্কে লিখেছিলেন, তিনি এমন অনেক ছোট ছোট আচরণ ক্যামেরায় ধরে ফেলতেন, যা পরিচালকের নির্দেশ নয়উত্তমের নিজের আবিষ্কার; অথচ সবই চরিত্রের সঙ্গে মিশে যেত।

এই জুটির পরের অধ্যায় 'চিড়িয়াখানা'। 'ব্যোমকেশ বক্সীর' চরিত্রে উত্তমকে দেখা গেল সম্পূর্ণ অন্য মেজাজে। তারপর উত্তম—সৌমিত্র দ্বৈরথের আরেক কিংবদন্তি 'ঝিন্দের বন্দী'। কিন্তু এখানে আগের ছড়াটাই যেন সিনেমার পর্দায় নতুন অর্থ পেল। 'ময়ূরবাহন' কে? সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আর উত্তম? তিনি এক চরিত্রে নয়, দ্বৈত চরিত্রে 'শঙ্কর সিং' এবং 'গৌরীশঙ্কর রায়'। অর্থাৎ, উত্তমের বিপরীতে সৌমিত্র ভিলেন। আর 'ময়ূরবাহন' হিসেবে সৌমিত্র এমন দাগ রেখে গেলেন যে অনেক দর্শকের কাছে সেই খলনায়কই ছবির অন্যতম বড় আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে উত্তম নিজের স্টারডমকে আঁকড়ে পড়ে থাকেননি।

নায়ক হওয়ার সুবিধা তিনি জানতেন। কিন্তু নায়ক হওয়াকেই নিজের সীমা হতে দেননি। 'বাঘবন্দি খেলা', 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী' জীবনের শেষ পর্বেও তিনি চরিত্রের নতুন দরজা খুঁজেছেন। কখনও নায়ক, কখনও চরিত্রাভিনেতা, কখনও এমন মানুষ, যার ভিতরে আলো- অন্ধকার পাশাপাশি। কারণ ততদিনে উত্তম কুমার জানেন নায়ক হওয়া আর অভিনেতা হওয়া এক জিনিস নয়। নায়ক একটি চরিত্র। অভিনেতা একটি সম্ভাবনা। আর উত্তম কুমারের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিলতিনি সেই সম্ভাবনাটাকে কোনও একটি চরিত্রের মধ্যে বন্দি হতে দেননি।

অরুণ থেকে উত্তম। উত্তম থেকে অরিন্দম মুখার্জি। অরিন্দম থেকে অন্য নানা চরিত্র। নায়ক থেকে অভিনেতা। তারকা থেকে কিংবদন্তি। তাই মৃত্যুর ছেচল্লিশ বছর পর, তাঁর জন্মশতবর্ষে দাঁড়িয়েও উত্তম কুমার শুধু অতীতের রূপোলি পর্দার নায়ক নন। কিছু তারকা তাঁদের সময়ের সঙ্গে শেষ হয়ে যান। উত্তম কুমার সময়ের সঙ্গে শেষ হননি। সময়ই বরং উত্তম কুমারের চারপাশে এসে থেমে গেছে। বাঙালির কাছে তিনি আজও ম্যাটিনি আইডল। আজও মহানায়ক। আর সেই প্রথম ছড়াটার দিকে ফিরে তাকালে তার অর্থটাও যেন বদলে যায়।

'উত্তম অবাধে চলে অধমের সাথে' হয়তো এটাই শেষ কথা। কারণ উত্তম কুমারের আসল মহত্ত্ব শুধু তিনি কত বড় নায়ক ছিলেন, তাতে নয়। তিনি কত সহজে নায়কের সীমানা পেরোতে পেরেছিলেন, তার মধ্যে। সন্দীপ হননি। ময়ূরবাহনও হননিসেটি সৌমিত্রর। কিন্তু নায়কোচিত ইমেজের নিরাপদ গণ্ডি ভেঙে, নিজের তারকা- সত্তাকে প্রশ্ন করে, ক্যামেরার সামনে বারবার নতুন করে দাঁড়ানোর সাহসএই অবাধ চলাফেরাটাই তাঁকে আলাদা করে দেয়। তাই ছেচল্লিশ বছর পরেও তিনি শুধু স্মৃতি নন। শতবর্ষেও তিনি শুধু ইতিহাস নন। তিনি এখনও উত্তম। আর বাঙালির কাছেমহানায়ক।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর সাথে 'স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৬'-এর প্রস্তুতির বিষয় পর্যালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী মনোহর লাল

নতুন দিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।। কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক এবং বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী মনোহর লাল আজ দেশের সমস্ত রাজ্যের নগর উন্নয়ন মন্ত্রী, প্রধান সচিব, নগর উন্নয়ন বিভাগের আধিকারিক এবং রাজ্য মিশন ডিরেক্টরদের সাথে একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক করেছেন। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল 'স্বচ্ছতা হি সেবা (এসএইচএস) ২০২৬'-এর জন্য বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রস্তুতির বিষয় পর্যালোচনা করা।

শ্রী মনোহর লাল- এর পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দেশব্যাপী এই অভিযানের প্রস্তুতির বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়, যা ২০২৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত পালিত হবে। এ বছরের মূল বিষয় বা থিম হলো- 'স্বচ্ছতা মেঁ সহভাগ, স্বচ্ছ ভারত, বিকশিত ভারত' (স্বচ্ছতায় অংশগ্রহণ: স্বচ্ছ ভারত ও বিকশিত ভারত)। এটি একটি স্বচ্ছ ও বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনে সম্মিলিত অংশগ্রহণ এবং যৌথ দায়িত্বের গুরুত্বকে তুলে ধরবে। এসএইচএস ২০২৬-এর মূল ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে- 'ক্লিনলিনেস টার্গেট ইউনিট' (সিটিইউ) এবং অধিক জনসমাগমপূর্ণ স্থানগুলোর রূপান্তর; 'স্বচ্ছ পাঠশালা - যুব ফর স্বচ্ছতা'; 'সাফাইমিত্র সুরক্ষা এবং সম্মান শিবির'; স্বচ্ছতার জন্য 'জন-অংশগ্রহণ'; এবং 'স্বচ্ছতা সে সমৃদ্ধি' (স্বচ্ছতা থেকে সমৃদ্ধি)- যার আওতায় বৃত্তাকার অর্থনীতি এবং বর্জ্য থেকে সম্পদ তৈরির উদ্যোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

বৈঠকে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোকে এই অভিযানের মূল বিষয়গুলো এবং দেশজুড়ে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। অভিযানের সময়কালে নাগরিকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, স্থানীয় স্তরে কার্যকর বাস্তবায়ন এবং দৃশ্যমান পরিচ্ছন্নতার ফলাফল অর্জনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। প্রতিটি কার্যালয় চত্বর, পর্যটন কেন্দ্র এবং জলাশয় এলাকায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্য দপ্তরগুলোকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী মনোহর লাল তাঁর বক্তব্যে নাগরিকদের ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে নিজ নিজ বাড়ি থেকেই 'স্বচ্ছতা হি সেবা' (পরিচ্ছন্নতাই সেবা) অভিযান শুরু করার আহ্বান জানান। তিনি নাগরিকদের নিজেদের বাড়িঘর পরিষ্কার করার এবং সন্ধ্যায় সেখানে প্রদীপ জ্বালানোর অনুরোধ জানান। এই প্রদীপ জ্বালানো পরিচ্ছন্ন গৃহ, সুস্থ পরিবার ও ইতিবাচক শক্তির প্রতীক এবং অর্জিত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার অঙ্গীকারেরও পরিচায়ক। তিনি বলেন, এই অভিযানকে 'সেবা সংকল্প'-র মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যাতে পরিচ্ছন্নতা কেবল এক মাসের কোনো কার্যক্রম না হয়ে বরং জনগণের নেতৃত্বাধীন একটি দীর্ঘস্থায়ী অঙ্গীকারে পরিণত হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন ১৭ই সেপ্টেম্বর এই অভিযানের সূচনা হচ্ছে এবং এর লক্ষ্য হলো তাঁর সেবার মানসিকতা ও সংকল্পকে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সাথে যুক্ত করা।

'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বার্তার কথা স্মরণ করে শ্রী মনোহর লাল বলেন, কোনো স্থানকে পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়টি যখন সেখানকার মানুষের সংকল্পে পরিণত হয়, তখন সেই পরিবর্তন কেবল পরিচ্ছন্নতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সেই স্থানের পরিচিতিকেই বদলে দেয়। তাই 'স্বচ্ছতা'-কে নাগরিকদের সম্মিলিত সংকল্পে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালানো উচিত বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এ বিষয়ে আরও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিন ২৫শে সেপ্টেম্বর সমাজের সকল স্তরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হওয়া উচিত, যেখানে সর্বজনীন অংশগ্রহণ ও সামাজিক কল্যাণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

বিশেষ করে, এদিনের বৈঠকে ১লা অক্টোবর দেশব্যাপী "এক দিন, এক ঘণ্টা, এক সাথে" কর্মসূচির আওতায় "শ্রমদান" (স্বেচ্ছাশ্রম)-এর জন্য রাজ্যগুলিকে ব্যাপক পরিকল্পনা ও প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। এতে রাজ্যগুলির শিক্ষা ও ক্রীড়া দপ্তরকে ব্যাপক পরিসরে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে যুবসমাজ ও ক্রীড়াবিদদের সম্পৃক্ত করতে বলা হয়েছে। মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সকল মন্ত্রী, সাংসদ/বিধায়ক, মেয়র, ডেপুটি মেয়র, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, কমিশনার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিজ নিজ এলাকা বা নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে এই দেশব্যাপী শ্রমদান কর্মসূচির নেতৃত্ব দিতে এবং এতে ব্যাপক জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

তিনি সমস্ত পৌরসভাকে আবাসিক সমিতি এবং আবাসিক কল্যাণ সমিতি বা আরডব্লিউএ -গুলিকে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান। এর জন্য বিভিন্ন ওয়ার্ড ও আরডব্লিউএ-র মধ্যে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তাদের প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করা এবং গুরুত্বপূর্ণ আরডব্লিউএ এলাকাগুলিতে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক মূল বার্তা প্রচার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

২রা অক্টোবর বা "স্বচ্ছ ভারত দিবস"-এ, শহরাঞ্চলীয় স্থানীয় সংস্থাগুলির (ইউএলবি) উদ্যোগে জনসমাগমস্থলে বিশেষ কাউন্সিল বৈঠক ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আয়োজন করা হবে। এর মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধীর বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হবে। পাশাপাশি, "এক পেড় মা কে নাম" কর্মসূচির আওতায় বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমও পরিচালিত হবে।

বৈঠকে সাফাইকর্মীদের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও স্বীকৃতির বিষয়টি নিশ্চিত করার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর জন্য "সাফাইমিত্র সুরক্ষা এবং সম্মান শিবির" -এর মতো উদ্যোগের কথা বলা হয়, যার মাধ্যমে উপযুক্ত কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা প্রদান, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। সর্বাধিক সুফল পাওয়ার লক্ষ্যে সারা বছর ধরে নিয়মিতভাবে এই ধরনের শিবিরের আয়োজন করার ওপর জোর দেওয়া হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনসেবার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৭ই অক্টোবর বিশেষ "স্বচ্ছতা কর্মসূচি" আয়োজন করার জন্য মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

এছাড়া, "এসএইচএস ২০২৬" -এর আওতায় "জন-অংশীদারিত্ব", ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং আধ্যাত্মিক বা হৃদয়স্পর্শী গান ও "স্বচ্ছতা সঙ্গীত" প্রচারের মতো কার্যকর ও উদ্ভাবনী প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি, এই অভিযানের সময় গৃহীত কার্যক্রমের নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল এবং অভিযানটি যাতে বাস্তবে পরিমাপযোগ্য ফলাফল বয়ে আনে ও দেশের প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে আচরণগত ইতিবাচক পরিবর্তন নিশ্চিত করে সেজন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এই অভিযান ১৭ই অক্টোবর শেষ হবে, তবুও রাজ্যগুলোকে সারা বছর ধরে স্বচ্ছতা কার্যক্রমের এই গতিধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মায়াবতী যতদিন আছেন, আকাশ আনন্দের শত্রুর প্রয়োজন নেই: কংগ্রেস

লখনউ, ১১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) প্রধান মায়াবতীর ভাইপো আকাশ আনন্দকে দল থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত ঘিরে উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা। মায়াবতীর সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে কংগ্রেস। অন্যদিকে, আকাশ আনন্দ নতুন রাজনৈতিক ঠিকানা খুঁজলে সমাজবাদী পার্টিতে তাকে স্বাগত জানানো হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে এসপি।

কংগ্রেসের মুখপাত্র সুরেন্দ্র রাজপুত শুক্রবার মায়াবতীকে নিশানা করে বলেন, ‘‘মায়াবতীজি যতদিন আছেন, আকাশ আনন্দের কোনও শত্রুর প্রয়োজন নেই।’’ তাঁর দাবি, যেভাবে মায়াবতী নিজের ভাইপোর সঙ্গে আচরণ করছেন, তাতে আকাশ আনন্দের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আইএএনএসকে সুরেন্দ্র রাজপুত বলেন, “মায়াবতীজি যেভাবে তাঁর ভাইপো, বা আমাদের ভাইপো আকাশ আনন্দকে সমস্যায় ফেলছেন, কারণ আকাশ আনন্দ রাহুল গান্ধী এবং অখিলেশ যাদবকে তাঁর মামা বলে অভিহিত করেছেন, তাতে মনে হচ্ছে আকাশ আনন্দের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। এখন আকাশ আনন্দকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তিনি পরবর্তী সময়ে কী করবেন।”

অন্যদিকে, সমাজবাদী পার্টির মুখপাত্র ফখরুল হাসান চাঁদ বলেন, আকাশ আনন্দকে বিএসপি থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণভাবে ওই দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ নিয়ে এসপির কোনও মন্তব্য নেই। তবে তিনি বলেন, “আকাশ আনন্দ যদি অন্য কোথাও রাজনৈতিকভাবে নিজের জায়গা খুঁজতে চান, তাহলে সমাজবাদী পার্টিতে তাঁকে স্বাগত।”

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার মায়াবতী ঘোষণা করেন, আকাশ আনন্দকে তিনি সম্পূর্ণভাবে বিএসপি থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এর আগে বুধবার মায়াবতী বলেছিলেন, আকাশের শ্বশুর অশোক সিদ্ধার্থ সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালে তিনি আকাশকে সমর্থন করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে পারেন। এরপরই অশোক সিদ্ধার্থ আবেগঘন বার্তায় সক্রিয় রাজনীতি থেকে ‘সরে দাঁড়ানোর’ সিদ্ধান্তের কথা জানান।

এর আগে গত সপ্তাহে আকাশ আনন্দকে বিএসপির জাতীয় সমন্বয়কের পদ থেকে সরিয়ে দেন মায়াবতী। পরবর্তীতে তাঁকে দল থেকেও সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

এক্স-এ দেওয়া বার্তায় মায়াবতী বলেন, দলের কর্মীদের মধ্যে মত রয়েছে যে আকাশ আনন্দকে সম্পূর্ণভাবে দল থেকে মুক্ত করে দেওয়া উচিত। সেই অনুযায়ী তাঁকে দল থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা হয়েছে এবং তিনি চাইলে স্বাধীনভাবে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় থাকতে পারেন।

মায়াবতীর এই সিদ্ধান্তের পরেই উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক মহলে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। কংগ্রেস আকাশ আনন্দকে ঘিরে মায়াবতীর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলেও সমাজবাদী পার্টি বিষয়টিকে বিএসপির অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে উল্লেখ করেছে। একইসঙ্গে আকাশ আনন্দ নতুন রাজনৈতিক আশ্রয় খুঁজলে এসপির দরজা খোলা রয়েছে বলেও স্পষ্ট করেছে দলটি।

রাজস্থানে পুরভোটে ভোট দিলেন ওম বিড়লা সর্বোচ্চ সংখ্যায় ভোট দেওয়ার আহ্বান

কোটা, ১১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): রাজস্থানের চলমান নগর স্থানীয় সংস্থা নির্বাচনে শুক্রবার কোটা শহরের শক্তিনগরের একটি ভোটকেন্দ্রে ভোট দিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। ভোট দেওয়ার পর তিনি রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে সর্বোচ্চ সংখ্যায় ভোটদানের আবেদন জানান। তাঁর বক্তব্য, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মানুষের অংশগ্রহণ যত বাড়বে, গণতন্ত্র ততই শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান হবে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিও জনগণের কাছে আরও বেশি জবাবদিহিমূলক হয়ে উঠবে।

ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওম বিড়লা বলেন, ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নাগরিকরাই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ও সুসংহত করেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্রে মানুষের অংশগ্রহণ যত বেশি হয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও তত বেশি শক্তিশালী হয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলি জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে।

তিনি বলেন, ‘‘গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান করার ক্ষেত্রে ভোটারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই রাজ্যের সর্বত্র মানুষকে সর্বোচ্চ সংখ্যায় ভোট দেওয়ার এবং সক্রিয়ভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করছি।’’

শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে রাজস্থানে নগর স্থানীয় সংস্থার দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। ভোটগ্রহণ চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। দ্বিতীয় দফায় রাজ্যের ১৪৭টি নগর স্থানীয় সংস্থায় ভোট হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ৬টি পৌর নিগম, ২০টি পৌর পরিষদ এবং ১২১টি পুরসভা।

এই দফায় মোট ৮৭ লক্ষ ৬০ হাজার ৮৮৪ জন ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাচ্ছেন। ৪,৮৫২টি ওয়ার্ডে মোট ৯,৭৫৮টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হচ্ছে। দ্বিতীয় দফায় মোট ১৮,২৬৬ জন প্রার্থীর রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্থানের মোট ৩০৯টি নগর স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন সম্পন্ন হবে। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মাও দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে মানুষকে বিপুল সংখ্যায় ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রতিটি ভোট নগর উন্নয়ন, উন্নত নাগরিক পরিষেবা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তি আরও শক্তিশালী করবে। প্রথমবারের ভোটারদেরও উৎসাহের সঙ্গে ভোট দেওয়ার পাশাপাশি পরিবার, বন্ধু ও পরিচিতদের ভোটদানে উৎসাহিত করার আহ্বান জানান তিনি।

এর আগে বুধবার রাজস্থানের ১৬২টি নগর স্থানীয় সংস্থায় অনুষ্ঠিত প্রথম দফার নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটদানের হার প্রকাশ করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। চূড়ান্ত হিসাবে ভোট পড়েছে ৭৬.৪১ শতাংশ। প্রতাপগড়ের অর্ণোদ পুরসভায় সর্বোচ্চ ৯১.৯৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। অন্যদিকে ভিলওয়াড়া পৌর নিগমে সর্বনিম্ন ৬৩.৮৪ শতাংশ ভোট পড়ে।

প্রথমে রাজ্য নির্বাচন কমিশন সামগ্রিক ভোটদানের হার ৭৬.০৪ শতাংশ বলে জানিয়েছিল। পরবর্তী সংশোধনের পর চূড়ান্ত ভোটদানের হার বেড়ে দাঁড়ায় ৭৬.৪১ শতাংশ। চিত্তৌড়গড় পৌর পরিষদের ভোটদানের হারও সংশোধন করে ৬১.৪৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৮.১৫ শতাংশ করা হয়েছে।

ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার নৌপ্রধানের সঙ্গে বৈঠকে ভারতীয় নৌপ্রধান, সামুদ্রিক সহযোগিতা বাড়ানোর আলোচনা

ক্যানবেরা, ১১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সামুদ্রিক সহযোগিতা আরও গভীর করার লক্ষ্যে শুক্রবার অস্ট্রেলিয়ার নৌপ্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল ম্যাথিউ বাকলির সঙ্গে বৈঠক করলেন ভারতের নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন। ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ান ডিফেন্স ফোর্সের প্রশাসনিক সদর দফতর রাসেল অফিসে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় নৌবাহিনী জানিয়েছে, বৈঠকে দুই দেশের নৌবাহিনীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি সামুদ্রিক অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করা, পারস্পরিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ২০২৭ সালে একাধিক যৌথ মহড়ার মাধ্যমে দুই নৌবাহিনীর মধ্যে অপারেশনাল যোগাযোগ বাড়ানোর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

ভারতীয় নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৭ সালে একাধিক মহড়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে দুই দেশের নৌবাহিনীর মধ্যে সমন্বয় ও পারস্পরিক কার্যক্ষমতা আরও বাড়ানোর বিষয়ে দুই নৌপ্রধান আলোচনা করেন।

বৈঠকের পর অ্যাডমিরাল স্বামীনাথন ভাইস অ্যাডমিরাল বাকলির সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান ওয়ার মেমোরিয়াল পরিদর্শন করেন। সেখানে যুদ্ধে অংশ নেওয়া অস্ট্রেলিয়ার সেনা ও অন্যান্য পরিষেবা সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি।এরপর অ্যাডমিরাল স্বামীনাথন ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ান ডিফেন্স ফোর্সের প্রধান মার্ক হ্যামন্ডের সঙ্গেও বৈঠক করেন। সেখানে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের ক্রমবর্ধমান কৌশলগত গুরুত্ব, ‘মেরিটাইম সিকিউরিটি কোলাবোরেশন রোডম্যাপ’-এর বাস্তবায়ন এবং সামুদ্রিক ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক কার্যক্ষমতা ও সহযোগিতা আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়।

ভারতীয় নৌবাহিনী জানিয়েছে, বৈঠকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে নিরাপদ, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ করে তুলতে দুই দেশের কৌশলগত সমন্বয়কে বাস্তব সহযোগিতায় রূপ দেওয়ার অভিন্ন অঙ্গীকারও প্রতিফলিত হয়েছে।

ক্যানবেরায় সরকারি কর্মসূচির শুরুতে ভারতীয় নৌপ্রধানকে ঐতিহ্যবাহী উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে তুলে ধরে ‘স্মোকিং সেরেমনি’-র আয়োজন করা হয়। এরপর তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।

এর আগে বৃহস্পতিবার সিডনিতে ঐতিহাসিক ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাঁটি এইচএমএএস কাট্টাবুলে অস্ট্রেলিয়ান ফ্লিটের কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল অনিতা উইলিয়ামের সঙ্গে বৈঠক করেন অ্যাডমিরাল স্বামীনাথন। সেই বৈঠকে অস্ট্রেলিয়ান নৌবাহিনীর পরিবর্তনশীল নৌবহর সক্ষমতা, ভবিষ্যতে নতুন যুদ্ধজাহাজ ও অন্যান্য সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্তির পরিকল্পনা এবং দুই দেশের নৌবাহিনীর মধ্যে কার্যক্ষমতা ও অপারেশনাল যোগাযোগ আরও বাড়ানোর সুযোগ নিয়ে আলোচনা হয়।

অ্যাডমিরাল স্বামীনাথন এইচএমএএস কাট্টাবুল পরিদর্শন করে নৌঘাঁটির পরিকাঠামো ও অপারেশনাল সক্ষমতা সম্পর্কেও ধারণা নেন।

বুধবার অস্ট্রেলিয়ায় তিন দিনের সরকারি সফর শুরু করেন ভারতীয় নৌপ্রধান। সফরের লক্ষ্য দুই দেশের নৌবাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করা। সফরে চলমান নৌ-সহযোগিতা পর্যালোচনার পাশাপাশি অপারেশনাল যোগাযোগ, পারস্পরিক কার্যক্ষমতা, তথ্য আদানপ্রদান, প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত বিনিময় আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, গত জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ভারত-অস্ট্রেলিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন এবং জুনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী পর্যায়ের সংলাপের পর দুই দেশের সম্পর্কের যে গতি তৈরি হয়েছে, অ্যাডমিরাল স্বামীনাথনের এই সফর তারই ধারাবাহিকতা। প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতায় ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার অংশীদারিত্ব ক্রমশ আরও গভীর হচ্ছে।

বন্যা পুনরুদ্ধারে নেপালে দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বিতীয় ত্রাণ দল

সিওল, ১১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): গত মাসের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত নেপালে পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে সহায়তার জন্য শুক্রবার দ্বিতীয় দফায় দুর্যোগ ত্রাণ দল পাঠাল দক্ষিণ কোরিয়া। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, আট সদস্যের এই দলটি এক সপ্তাহ নেপালে থেকে উদ্ধার-পরবর্তী পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারের কাজে সহযোগিতা করবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, ‘কোরিয়া ডিজাস্টার রিলিফ টিম’ বা কেডিআরটির আট সদস্য শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৪৪ মিনিটে কেসি-৩৩০ সামরিক পরিবহন বিমানে কাঠমান্ডু পৌঁছেছেন।

বিমানটিতে প্রায় চার টন ত্রাণসামগ্রীও পাঠানো হয়েছে। তাঁবু, কম্বল, পোশাকসহ বিভিন্ন জরুরি সামগ্রী রয়েছে এই ত্রাণের মধ্যে। এগুলির মোট মূল্য প্রায় ১৮ কোটি ওন, যা প্রায় ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ২০০ মার্কিন ডলারের সমতুল্য। দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই ত্রাণসামগ্রী দান করেছে।

দ্বিতীয় দফার কেডিআরটি দলে পররাষ্ট্র মন্ত্রক, জাতীয় দমকল সংস্থা, কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি এবং ন্যাশনাল মেডিক্যাল সেন্টারের আধিকারিকরা রয়েছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, সাত দিনের মিশনে দলটি মূলত বন্যা ও ভূমিধসের পর পুনর্গঠন এবং পুনরুদ্ধারের কাজে মনোনিবেশ করবে।

এর আগে গত ২ সেপ্টেম্বর ৪৪ সদস্যের প্রথম কেডিআরটি দলকে নেপালে পাঠিয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া। ১০ দিনের অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানে অংশ নেওয়া ওই দলটি শনিবার সকালে দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

গত ২৬ আগস্ট নেপাল-তিব্বত সীমান্তবর্তী রাসুওয়া জেলায় ব্যাপক বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। সেই সময় একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণস্থলে কর্মরত দক্ষিণ কোরিয়ার নয়জন নাগরিক নিখোঁজ হন। তাঁদের মধ্যে ছয়জন দুসান এনারবিলিটি কোম্পানির এবং তিনজন কোরিয়া সাউথ-ইস্ট পাওয়ার কোম্পানির কর্মী।

নেপাল এখন অনুসন্ধান ও উদ্ধারকাজের পাশাপাশি পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের দিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তবে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার জানিয়েছে, নিখোঁজ কোরীয় নাগরিকদের সন্ধানে নেপালি কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে সমন্বয় করে অনুসন্ধান অব্যাহত রাখা হবে।

বন্যার পরপরই নেপালে পাঠানো দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারি যৌথ দ্রুত প্রতিক্রিয়া দলকেও নতুন করে সাজানো হচ্ছে। সাত সদস্যের পুনর্গঠিত দলটি পুনরুদ্ধারসহ বিভিন্ন কাজে সহায়তা করবে। দলে পুলিশ ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরাও রয়েছেন। তাঁরা নেপালের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেশটির ফরেনসিক বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে কাজ করবেন এবং নিহতদের পরিচয় শনাক্তকরণসহ বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করবেন।

বিদেশি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই ভয়াবহ দুর্যোগে নেপাল ও চিনের তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে ১,৪০০-রও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এখনও ৫,৬০০-র বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন।

বিশ্বের নানা ধাক্কা সামলাতে ব্রিকসকে বাণিজ্য বাড়িয়ে সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী করতে হবে: জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ব্রিকস দেশগুলিকে পারস্পরিক বাণিজ্য আরও বাড়ানো এবং সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও স্থিতিস্থাপক করে তোলার আহ্বান জানালেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তাঁর বক্তব্য, ভবিষ্যতে ব্রিকসের অর্থনৈতিক শক্তি অনেকটাই নির্ভর করবে বৈশ্বিক ধাক্কা ও সংকট মোকাবিলা করে টিকে থাকার সক্ষমতার ওপর।

শুক্রবার ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের আগে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস বিজনেস ফোরামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়শঙ্কর বলেন, সংঘাত, মহামারি এবং জলবায়ুজনিত ঘটনাবলি বিশ্ব অর্থনীতির কাঠামোকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা এবং জটিলতাই বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

বিদেশমন্ত্রী বলেন, ব্রিকসের ব্যবসায়ী মহলের লক্ষ্য শুধু বাণিজ্যিক সুযোগ খোঁজা হওয়া উচিত নয়। সীমান্তপারের ব্যবসা যাতে আরও সহজ, স্থিতিশীল এবং সংকট মোকাবিলায় সক্ষম হয়, সেই পরিবেশ তৈরির দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

তিনি সরবরাহ শৃঙ্খলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং বাণিজ্য সহজীকরণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেন। পাশাপাশি পরিষেবা, কৃষি ও কৃষি-প্রযুক্তি, ডিজিটাল পরিষেবা, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প, স্টার্টআপ এবং মহিলাদের নেতৃত্বাধীন ব্যবসার প্রসারের ওপরও জোর দেন।জয়শঙ্করের মতে, ব্রিকসের লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্যবসাগুলিকে আরও বেশি অংশীদার খুঁজে পেতে সাহায্য করা, নতুন বাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরি করা, সরবরাহ নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযোগ বাড়ানো এবং সদস্য দেশগুলির অর্থনীতির পারস্পরিক পরিপূরক বৈশিষ্ট্যকে কার্যকর বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বে রূপান্তর করা।

তিনি বলেন, ব্রিকস দেশগুলিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বাড়লে আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হবে। তবে আত্মনির্ভরতার অর্থ কোনওভাবেই বিশ্বের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বা অন্তর্মুখী অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করা নয় বলেও সতর্ক করেন তিনি।

বিদেশমন্ত্রী প্রকৃত বাজারভিত্তিক ব্যবস্থা, নির্ভরযোগ্য পরিবহণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা, পূর্বানুমানযোগ্য ব্যবসায়িক পরিবেশ, বাণিজ্যিক সম্পর্কের বৈচিত্র্য এবং স্বচ্ছ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দেন।প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং ভূরাজনীতির মধ্যে ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ফিনটেক এবং উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে একইসঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহার, মানদণ্ড, নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক আস্থার মতো বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বের প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর জানান, উদ্ভাবন ও উদ্যোগভিত্তিক ব্যবসায়িক পরিবেশকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ভারত একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ব্রিকস ইনকিউবেটর নেটওয়ার্ক এবং ব্রিকস স্টার্টআপ ইনোভেশন ফান্ড। তিনি বলেন, ভারতের বৃহৎ ও দ্রুত সম্প্রসারিত বাজার, ক্রমবর্ধমান উৎপাদন সক্ষমতা, বিপুল দক্ষ মানবসম্পদ, ডিজিটাল ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা এবং শক্তিশালী উদ্যোগপতি পরিবেশ ব্রিকসের পরবর্তী পর্যায়ের অর্থনৈতিক সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

জয়শঙ্করের বক্তব্য, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে একের পর এক ধাক্কা এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তার পরিস্থিতিতে ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও গভীর করাই ভবিষ্যতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শুধু বৃষ্টির ঘাটতি দিয়ে খরা ঘোষণা নয়, বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের পর সিদ্ধান্ত: গুজরাট সরকার

গান্ধীনগর, ১১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): শুধুমাত্র বৃষ্টিপাতের ঘাটতির ভিত্তিতে গুজরাটের কোনও জেলাকে খরাপ্রবণ ঘোষণা করা হবে না বলে শুক্রবার বিধানসভায় জানাল রাজ্য সরকার। ফসলের পরিস্থিতি, মাটির আর্দ্রতা, ভূগর্ভস্থ জলের স্তরসহ বিভিন্ন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন এবং সরেজমিনে যাচাইয়ের পরই খরা ঘোষণার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

অল্প বৃষ্টিপাতের কারণে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় খরার সম্ভাবনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গুজরাট বিধানসভার কার্যপ্রণালীর ১১৬ নম্বর বিধির অধীনে নোটিস দিয়েছিলেন কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা ড. তুষার চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অমিত চাভদা, ড. কিরিত প্যাটেল এবং বিমল চুড়াসামা।

রাজস্ব দপ্তরের পক্ষ থেকে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী ঋষিকেশ প্যাটেল ওই নোটিসের জবাব দেন। মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের বক্তব্য পড়ে তিনি জানান, ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গুজরাটে মরশুমের গড় বৃষ্টিপাতের ৭৫.৪৩ শতাংশ বৃষ্টি হয়েছে। মোট ৬৮৫.৫৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, দক্ষিণ গুজরাটে গড় বৃষ্টিপাতের ১০৩.৯১ শতাংশ বৃষ্টি হলেও সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ এবং উত্তর গুজরাটের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাত ছিল অসম। দেবভূমি দ্বারকায় গড় বৃষ্টিপাতের মাত্র ৬.৪১ শতাংশ, পোরবন্দরে ১৮.১২ শতাংশ, জামনগরে ২৮.৮৮ শতাংশ এবং কচ্ছে ২৯.২৯ শতাংশ বৃষ্টি হয়েছে। তবে বর্তমান কৃষি পরিস্থিতি অবিলম্বে খরা ঘোষণার মতো পর্যায়ে পৌঁছায়নি বলে দাবি করেছে সরকার। ৩১ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে ৮০.৩৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে বপন সম্পন্ন হয়েছে, যা স্বাভাবিক বপনযোগ্য ৮৫.৩০ লক্ষ হেক্টরের ৯৪.২৪ শতাংশ।

সরকার জানিয়েছে, বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফসলের বপন স্বাভাবিক মাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেছে। চিনাবাদাম বপন হয়েছে স্বাভাবিকের ১০৭.৯৯ শতাংশ, ডাল ১০৭.১৭ শতাংশ, সয়াবিন ১০৮.০৪ শতাংশ এবং ধান ১০১.৪৫ শতাংশ জমিতে। তুলার বপন হয়েছে স্বাভাবিকের ৯০.০৭ শতাংশ।জলের পরিস্থিতিও সরকার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে। সরদার সরোবর বাঁধের জলধারণ ক্ষমতার ৮৮.৬০ শতাংশ জল মজুত রয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য ২০৬টি জলাধারে মোট ৬৬.০৭ শতাংশ জল রয়েছে। এর মধ্যে ৩৬টি বাঁধকে উচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে।সরকার জানিয়েছে, পানীয় জলের জন্য নর্মদা অববাহিকা থেকে ২০ লক্ষ একর-ফুট জল সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। পাশাপাশি নর্মদা কমান্ড এলাকায় খরিফ মরশুমে ১৭.৩৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের জন্য জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সৌরাষ্ট্র ও উত্তর গুজরাটেও সাউনি এবং সুজলাম সুফলাম প্রকল্পের মাধ্যমে পানীয় ও সেচের জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

দাঁড়িয়ে থাকা ফসল রক্ষায় ২১টি জেলার ১৩২টি তালুকা-গোষ্ঠীতে কৃষিকাজের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ৮ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ১০ ঘণ্টা করা হয়েছে। এর মধ্যে কচ্ছ, জামনগর, দেবভূমি দ্বারকা, পোরবন্দর, রাজকোট, মেহসানা, বোটাদ এবং সবরকাঁঠা রয়েছে। অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের জন্য স্বল্পমেয়াদি ভিত্তিতে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ কেনার ব্যবস্থাও করেছে গুজরাট উর্জা বিকাশ নিগম লিমিটেড।

পশুখাদ্যের ক্ষেত্রেও জুলাই থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার। স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী ভর্তুকি মূল্যে পশুখাদ্য বিতরণের জন্য জেলা শাসকদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ৪০২.৫৪ লক্ষ কেজি পশুখাদ্য মজুত রয়েছে। ইতিমধ্যে কচ্ছ, দেবভূমি দ্বারকা, জামনগর, সুরেন্দ্রনগর ও পোরবন্দর জেলার ৫৭২টি গ্রামের ৫১,৮০২ জন পশুপালকের ১,৩১,৫০৫টি পশুর জন্য ৩১ লক্ষ কেজি পশুখাদ্য ভর্তুকি মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

প্রভাবিত গ্রামগুলিতে ফসল কাটার আগে, খরিফ মরশুম শেষ হওয়ার সময় এবং ৩১ অক্টোবরের মধ্যে জিপিএস বা স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ১০ শতাংশ জমির সরেজমিন যাচাইয়ের বিধান রয়েছে। ফসলের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের পরই খরা ঘোষণার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সরকার আরও জানিয়েছে, বৃষ্টি, জল, বিদ্যুৎ ও পশুখাদ্যের পরিস্থিতি প্রতিদিন মন্ত্রিসভার বৈঠক এবং মুখ্যসচিবের নেতৃত্বাধীন সচিব কমিটির বৈঠকে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। খরা পরিস্থিতিতে সাধারণত যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যেমন ভর্তুকি মূল্যে পশুখাদ্য, পর্যাপ্ত পানীয় ও সেচের জল এবং পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ, সেগুলির ব্যবস্থা আগাম করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে।

তবে কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টি বৃষ্টির ঘাটতিতে থাকা গুজরাটের এলাকাগুলিকে সরকারি ভাবে খরাপ্রবণ ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছে। তাদের বক্তব্য, কৃষক ও গ্রামীণ এলাকার মানুষকে দ্রুত সরকারি সহায়তা দিতে হলে অবিলম্বে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির মূল্যায়ন প্রয়োজন।

সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টির তীব্র ঘাটতি নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই বিরোধীদের এই দাবি সামনে এসেছে। একইসঙ্গে চলতি বিধানসভা অধিবেশনে ভাবনগরের বিষমদ-কাণ্ড-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে কংগ্রেস বিধায়কদের বিক্ষোভও অব্যাহত রয়েছে।

ব্রিকসের বৈশ্বিক গুরুত্ব রয়েছে, ভারতের কূটনৈতিক সক্ষমতাও তুলে ধরে: শশী থারুর

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ব্রিকসের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর এই জোটের গুরুত্বের পক্ষে সওয়াল করলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। তাঁর বক্তব্য, গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির জন্য ব্রিকস একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। একইসঙ্গে ব্রিকস সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত নিজের কূটনৈতিকভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দেশকে একত্রিত করার সক্ষমতাও তুলে ধরছে।ব্রিকস সম্মেলনের আগে সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে থারুর বলেন, ১১টি দেশের এই জোট বিশ্বের জনসংখ্যা ও অর্থনীতির একটি বড় অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। তাঁর কথায়, গ্লোবাল সাউথে ১০০-রও বেশি দেশ রয়েছে। কিন্তু ব্রিকসের ১১টি গুরুত্বপূর্ণ দেশ একসঙ্গে সেই অঞ্চলটির মতামতের বৈচিত্র্যের একটি বড় অংশকে তুলে ধরে।

থারুরের দাবি, ব্রিকসের সদস্য দেশগুলি বিশ্বের মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং বৈশ্বিক মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ৪১ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির কাছেও এই জোটকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন।ভারতে ব্রিকস সম্মেলন আয়োজনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, সদস্য ও পর্যবেক্ষক দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকারপ্রধানদের একত্রিত করতে পারা ভারতের জন্য মর্যাদার বিষয়। তাঁর মতে, এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শক্তিকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে ভারতের কূটনৈতিক সক্ষমতা বা ‘কনভেনিং পাওয়ার’ প্রকাশ পায়, যার নিজস্ব মূল্য রয়েছে।

থারুরের এই মন্তব্য এমন সময় সামনে এসেছে, যখন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা পি চিদম্বরম ব্রিকসে ভারতের অংশগ্রহণ থেকে বাস্তবে কী ধরনের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সুবিধা দেশ পেয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। উল্লেখ্য, আগামী ১২ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে শুরু হচ্ছে দুই দিনের ১৮তম ব্রিকস সম্মেলন। এবারের সম্মেলনে ব্রাজিল, চিন, মিশর, ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, ইরান, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীসহ ১১টি গুরুত্বপূর্ণ উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ অংশ নিচ্ছে।এদিকে সার্বভৌম পুঁজিকে অবকাঠামো, জ্বালানি ও ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধির উপযোগী প্রকল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করার লক্ষ্যেও বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে ব্রিকস সদস্য ও অংশীদার দেশগুলিতে বিনিয়োগের সুযোগ আরও বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

বাংলা পাঠ্যক্রমে বিদেশি শব্দ বাদ দেওয়ার উদ্যোগ, শুরু পর্যালোচনা

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা ভাষার পাঠ্যক্রমে আগের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে যুক্ত হওয়া বিদেশি শব্দগুলি চিহ্নিত করে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে রাজ্য স্কুলশিক্ষা দফতরের সিলেবাস পর্যালোচনা কমিটি।

স্কুলশিক্ষা দফতরের সূত্রের খবর, সম্প্রতি আয়োজিত তিন দিনের আবাসিক ইন্ডাকশন কর্মসূচিতে বাংলা পাঠ্যক্রমে থাকা এমন শব্দগুলি চিহ্নিত করে বাদ দেওয়ার প্রাথমিক রূপরেখা তৈরি হয়েছে। তবে ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় ব্যবহৃত বিদেশি শব্দগুলি নিয়ে কোনও আপত্তি নেই বলে দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

রাজ্যের স্কুলশিক্ষা দফতরের মন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ভাষার স্বাভাবিক প্রবাহের মাধ্যমে ‘চেয়ার’, ‘টেবিল’, ‘বারুদ’ এমনকি ‘সরকার’-এর মতো বিদেশি উৎসের শব্দ বাংলার অংশ হয়ে উঠেছে। এগুলি বাংলা পাঠ্যক্রমে থাকা নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। আপত্তি মূলত আগের সরকারের আমলে কিছু বিদেশি শব্দকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ও জোর করে বাংলা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে।

মন্ত্রী জানান, ‘মা’-এর পাশাপাশি মায়ের অর্থে ‘আম্মা’ শব্দটি পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা নিয়ে আপত্তি রয়েছে। একইভাবে স্নানের অর্থে প্রচলিত ‘স্নান’-এর পাশাপাশি ‘গোসল’ শব্দ ব্যবহারের বিষয়েও আপত্তি জানানো হয়েছে।

এছাড়া প্রাতরাশ বা জলযোগের পরিবর্তে ‘নাশতা’, আকাশের পরিবর্তে ‘আসমান’ এবং ভোরের পরিবর্তে ‘ফজর’-এর মতো শব্দ পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা নিয়েও আপত্তি রয়েছে বলে তিনি জানান। শিক্ষাবিদদের একাংশের মতে, যখন বাংলা ভাষায় ‘প্রাতরাশ’ বা ‘জলযোগ’, ‘আকাশ’ এবং ‘ভোর’-এর মতো উপযুক্ত শব্দ আগে থেকেই রয়েছে, তখন এই শব্দগুলি অপ্রয়োজনীয়ভাবে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন ছিল না।

কাজের সন্ধান

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ২,৪৮২ অফিসার
শেষ তারিখ বাড়িয়ে সুযোগ বৃদ্ধি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ব্যাঙ্কিং সেক্টরে চাকরির এখন দারুন সুযোগ রয়েছে। সম্প্রতি একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির দরখাস্তের শেষ তারিখ বাড়ানো হয়েছে। কর্মপ্রার্থীদের সুবিধার্থে এখানে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুনরায় প্রকাশ করা হলো। মোটকথা, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বিশেষ করে ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২,৪৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার পদে ২,৪৮২ জন নিয়োগ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অফ বরোদায়।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে যখন দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। একমাত্র, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওয়ালা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট বের করা ও টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ/ টেলিগ্রাম ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং বিওবি/ এইচআরএম/ আরইসি/ এডিভিটি/ ২০২৬/ ১৬, তারিখ ১৮-০৮-২০২৬। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় চাকরি পেতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৮-২০২৬-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধসীমা ভিন্নতর। এছাড়া, বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বয়সের ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও বয়সের বিশেষ ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত পদে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন, মোট শূন্যপদ ২,৪৮২-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৩৬৫টি, এসটি'র জন্য ১৪০টি, ওবিসি'র জন্য ৬০০টি এবং ই.ডব্লিউ.এস-এর জন্য ৩০৩টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৯৮১টি পদ অসংরক্ষিত বা সাধারণ প্রার্থীদের জন্য। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ১৩০টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতার পাশাপাশি এবং ফিনান্স সেক্টরে নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতা মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে সরাসরি সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উপযুক্ত বা শর্ট লিস্টেড প্রার্থীরাই ডাক পাবেন ইন্টারভিউর জন্য। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলায় রাখা হয়েছে। পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে।

মাধ্যমিক পাশদের ডাকবিভাগে চাকরি
পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ ২৩,৭৫৭ জি.ডি.এস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ভারতীয় ডাকবিভাগে জিডিএস বা গ্রামীণ ডাক সেবক পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর। সারা দেশ জুড়েই ভারতীয় ডাকবিভাগের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। এর মধ্যে ত্রিপুরার নির্দিষ্ট ডিভিশন আগরতলা ও ধর্মনগরের জন্যও নিয়োগ হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন ডাকঘরের জন্য গ্রামীণ ডাক সেবক পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্তত মাধ্যমিক পাশ, কম্পিউটার জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (এসসি/এসটি - ৪৫ বছর, ওবিসি - ৪৩ বছর, শাঃপ্রঃ - ৫০ বছর), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর। মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই।

মূল কথা হলো — সারা দেশ জুড়ে গ্রামীণ ডাক সেবক ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার পদে, গ্রামীণ ডাক সেবক মেল ডেলিভার পদে, গ্রামীণ ডাক সেবক মেল কেরিয়ার পদে সব মিলে মোট ২৩,৭৫৭ জন গ্রামীণ ডাক সেবক নিয়োগ করবে ভারতীয় ডাকবিভাগের সব কটি সার্কেলের বিশেষ করে সমস্ত ডিভিশনে। মোট ২৩,৭৫৭টি শূন্যপদগুলোর মধ্যে অবশ্যই অসংরক্ষিত কোটা যেমন রয়েছে, তেমনি এসসি, এসটি এবং ওবিসি'র জন্যও নির্দিষ্ট সংখ্যক কোটা রয়েছে। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। সামগ্রিক হিসেবে পূর্বোত্তর সার্কেলের জন্য মোট শূন্যপদ ২,৬১৪টি। তবে মোট শূন্যপদ ২৩,৭৫৭টির মধ্যে ১০,৬৪০টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। ৩,০৮২টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ২,৭৭৩টি এসটি প্রার্থীর জন্য, ৪,৪৩৩টি পদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ২,১৬০টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ৬৬৯টি পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য কোনও রকম লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে না। প্রাথমিকভাবে প্রার্থীবাছাই হবে মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে। এরপর হবে যাবতীয় নথিপত্র যাচাই। যোগ্যতা - অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ। সাথে কোনও স্বীকৃত কম্পিউটার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের অন্তত ২ মাস মেয়াদের সার্টিফিকেটধারী হলে অগ্রাধিকার পাবেন। উচ্চতর যোগ্যতার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন, তবে উচ্চতর যোগ্যতার প্রার্থীরা কোনও বাড়তি সুবিধা পাবেন না। বয়স হতে হবে ২১-০৯-২০২৬ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। এসসি/ এসটিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন। শূন্যপদের বিস্তারিত বিবরণ অর্থাৎ কোন্ পোস্ট অফিসের অধীনে কতজন নিয়োগ করা হবে তার বিশদ তালিকা পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

আবেদন করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটের লগঅন্ করে ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের ফি জমা করার জন্য রেজিস্ট্রেশন নম্বর, রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও দরখাস্তের প্রিন্ট আউট বের করে রাখার পাশাপাশি নিয়োগ সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে আবেদন করার আগে প্রার্থীর একটি বৈধ ইমেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে নিজের ছবি (৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও স্বাক্ষর (৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) স্ক্যান করে রাখবেন। একইভাবে বেশ কিছু ডকুমেন্টস এবং সার্টিফিকেটসও স্ক্যান করে তৈরি রাখতে হবে, পরে সেগুলো আপলোড করতে হবে, দরখাস্ত সাবমিট করার সময়। দরখাস্তের ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা প্রদান করতে হবে। এই ফি প্রদান করার অনেক রকম উপায় রয়েছে। প্রয়োজনে ক্রেডিট কার্ড, ডেভিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমেও ফি জমা দিতে পারেন। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থী ও মহিলাদের এই দরখাস্তের ফি-তে ছাড় রয়েছে। তবে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, সার্টিফিকেটস্ স্ক্যান করে আপলোড করা এবং রেজিস্ট্রেশন করানোর যাবতীয় খরচ সকল প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। ফি জমা দেওয়ার আগে এবং পরে যাবতীয় তথ্য দেখে নেবেন। এবার অনলাইনে গিয়ে সঠিকভাবে ফর্ম ফিলাপ করে সাবমিট করে সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। সেটি নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে প্রয়োজন হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএসটিটি/ ১৭-১২/ ২০২৬/ জিডিএস। তারিখ ২০.০৮.২০২৬।

আইবিপিএস পরীক্ষার মাধ্যমে
গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ১৩,৭০৬ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১৩,৭০৬ কর্মী নিয়োগ হবে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সহ দেশীয় আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে। অফিসার পদের ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা নির্ণয়ের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে এবছরের নভেম্বর মাসে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস) এই পরীক্ষা নেবে। পরীক্ষার নাম 'কমন রিটেন এগ্‌জামিনেশন ফর রিক্রুটমেন্ট অফ অফিসার্স-স্কেল-ওয়ান, টু অ্যান্ড থ্রি অ্যান্ড অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) ইন রিজিওন্যাল রুর‍্যাল ব্যাঙ্কস্। পরীক্ষায় সফল হলে গ্রুপ-এ অফিসার —স্কেল-ওয়ান, স্কেল-টু ও স্কেল- থ্রি এবং গ্রুপ-বি অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদে নিয়োগ হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করবেন এবং তখন নিয়োগ হবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৪৩টি গ্রামীণ ব্যাঙ্কে। এই ৪৩টি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মধ্যে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মতো পশ্চিমবঙ্গ ও আসামেরও বেশ কিছু ব্যাঙ্ক রয়েছে। সারা দেশ জুড়ে প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থাকলেও সংযুক্তির কারনে তা এখন ৪৩-এ ঠেকেছে। অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য এই লিখিত পরীক্ষায় সফল হতেই হবে। এরপর হবে সফল প্রার্থীদের ইন্টারভিউ, গ্রুপ ডিসকাশন। এসবের জন্য বিভিন্ন গ্রামীণ ব্যাঙ্কে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রার্থীদের ডাকা হবে। এতে সফল হলে তবেই চাকরি।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে। অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর। এজন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ইমেল আইডি থাকা চাই। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট বা অফিসার দুটি পদের জন্যই আলাদা আলাদা দরখাস্তপূরণ করে আলাদা আলাদা ফি দিয়ে আবেদন করা যাবে। দরখাস্ত করার আগে নিজের ফটো (২০০ বাই ২৩০ পিক্সেলে ২০-৫০ কেবি সাইজে) ও সই —সাদা কাগজে কালো কালিতে করা (১৪০ বাই ৬০ পিক্সেলে ১০-২০ কেবি সাইজে) স্ক্যান করে নেবেন। পরে তা আপলোড করতে হবে। নির্দিষ্ট ডিক্লারেশন এবং থাম্ব ইমপ্রেশনও স্ক্যান করে রাখতে হবে। এরূপর অনলাইনে দরখাস্তপূরণ করে সাবমিট করবেন। তখন পাবেন রেজিস্ট্রেশন ও পাসওয়ার্ড। এগুলি নিজের কাছে রেখে দেবেন। সাবমিট হয়ে গেলে অনলাইন দরখাস্তের একটি প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। সেটিকে কোথাও পাঠাবেন না। পরে কাজে লাগবে। আবেদনের নির্ধারিত ফি-এর টাকা অনলাইন/ অফলাইনেও দিতে পারেন। আবেদন করার ক্ষেত্রে আনুসঙ্গিক খরচও প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। অনলাইনে ফি দিতে চাইলে দরখাস্তপূরণ করার সময় একটি নির্দিষ্ট কলামে তা উল্লেখ করতে হবে এবং পূরণ করা দরখাস্ত সাবমিট করলে অনলাইনে ফি দেওয়ার নির্দেশ পাবেন। অনলাইনে ফি দেওয়া যাবে মাস্টার্স/ ভিসা ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অথবা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে ফি জমা দিলে একটি ই-রিসিপ্ট পাবেন। এটির প্রিন্ট আউট নিয়ে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হলে সাইটে গিয়ে কমন রিটেন এগজামিনেশন লিঙ্কে ক্লিক করবেন। খুবই সাবধানে ফর্ম পূরণ করবেন, কোনও রকম ভুল হওয়া থেকে বিরত থাকবেন। প্রয়োজনে ঘরে বসে অনলাইনে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয়ের জন্য এবং লিখিতপরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। ফটো, সই ইত্যাদি আপলোড করে দরখাস্ত সাবমিট করা হয়ে গেলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন। কোনও অ্যাকনলেজমেন্ট পাবেন না, তাই সাবমিট করার পর দরখাস্তের একটা প্রিন্ট-আউটও নিয়ে রাখবেন। এই দরখাস্ত কোথাও পাঠাবেন না। অনলাইনে দরখাস্তের ফি ছাড়াও ব্যাঙ্ক চার্জ/ ট্রানজাকশন চার্জ লাগবে। পরীক্ষার কললেটার প্রার্থীদের কাছে ডাকযোগে পাঠানো হবে না। এঁদের ওয়েবসাইট থেকেই কললেটার ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট নিতে হবে। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) : যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। সঙ্গে যে এলাকার ব্যাঙ্কে নিয়োগ পেতে চান, সেখানকার স্থানীয় ভাষা যেমন ত্রিপুরার ক্ষেত্রে বাংলা অথবা ককবরক ভাষা জানতে হবে এবং ওই ভাষা মাধ্যমিক/ সমতুল স্তরে অন্যতম বিষয় হিসেবে থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। সারা দেশ জুড়ে শূন্যপদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৫ হাজার হলেও রাজ্যওয়ারি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নিরিখে শূন্যপদের বিস্তারিত জানতে হলে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। অফিসার্স স্কেল-ওয়ান (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার): যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। অ্যাগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো-অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনোমিক্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি— এর যে কোনও একটিতে গ্র্যাজুয়েট হলে অগ্রাধিকার পাবেন। কম্পিউটারের জ্ঞান অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। সঙ্গে যে এলাকার ব্যাঙ্কে নিয়োগ পেতে চান, সেখানকার স্থানীয় ভাষা যেমন ত্রিপুরার ক্ষেত্রে বাংলা অথবা ককবরক ভাষা জানতে হবে এবং ওই ভাষা মাধ্যমিক/ সমতুল স্তরে অন্যতম বিষয় হিসেবে থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। সারা দেশ জুড়ে শূন্যপদের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার হলেও রাজ্যওয়ারি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নিরিখে শূন্যপদের বিস্তারিত জানতে হলে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। একই পরীক্ষার মাধ্যমে অফিসার স্কেল টু এগ্রিকালচার, মার্কেটিং অফিসার, ট্রেজারি অফিসার, ল্ অফিসার, সি.এ., ইনফরমেশন টেকনোলজি, জেনারেল ব্যাঙ্কিং এবং অফিসার স্কেল গ্রেড থ্রি পদের জন্যও নিয়োগ করা হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হবে ৮০ নম্বরের, সময় পাবেন ৪৫ মিনিট। এতে সফল হলে অর্থাৎ সব পদের জন্যই নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক শাখার জন্য স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকা জরুরি। বয়স হতে হবে ১-৮-২০২৬ তারিখের হিসেবে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। অফিসার্স স্কেল-ওয়ান পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। অফিসার্স স্কেল-টু পদের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। অফিসার্স স্কেল-থ্রি পদের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যেমন ওবিসি হলে ৩ বছর, এসসি/এসটি হলে ৫ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০, বিধবা/ডিভোর্সি এবং আইনত পতিসঙ্গ হীনা মহিলারা শুধুমাত্র অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ৯ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। সবক্ষেত্রেই প্রশ্ন হবে ইংরিজি ভাষায় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ ধরনের। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি ভুলের জন্য ০.২৫ নম্বর খোয়াতে হবে। অনলাইনে পরীক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় সেন্টার হবে আগরতলায়। এই পরীক্ষায় প্রত্যেক বিভাগে এবং সামগ্রিকভাবে একটি ন্যূনতম নির্দিষ্ট নম্বর যে সব প্রার্থীরা পাবেন, কেবল তাঁদেরই পরীক্ষার স্কোর কার্ড দেওয়া হবে এবং পরীক্ষায় সফল হিসেবে বিবেচিত হবেন। এই ন্যূনতম নম্বর ঠিক হবে সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে গড় ১/৪-স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এবং সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে গড় ৩/৪-স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এই হিসেবে। লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের স্কোর কার্ড পাঠানো হবে। এই কার্ডের বৈধ্যতা ইস্যুর তারিখ থেকে ১ বছর পর্যন্ত।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * রেল মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,৪২১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,৫৯৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * ইসরো-তে **সায়েন্টিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২,৪৮২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* সি.আর.পি.এফ-এ **ক্রীড়াবিদ্** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ, তবে দক্ষ ক্রীড়াবিদ্ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর (সম্ভাব্য), বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ, পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* সর্বভারতীয় ডাক বিভাগে **ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার, গ্রামীণ ডাক সেবক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩,৭৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততঃপক্ষে মাধমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। * সারা দেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলোতে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩,৭০৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর, নির্দিষ্ট পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর (ওবিসি, এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, ডিভোর্সী/বিধবা প্রার্থীদের জন্য নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ সেপেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নভেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,৭৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল/ মেকানিক্যাল/ ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং (বিই/ বিটেক) পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবরে, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। ।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিস্ট, জিওলজিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.এস.সি ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, লিখিত পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি, ২০২৭, তবে বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * আর্মি অর্ডিন্যান্স কর্পস-এ **এম.টি.এস, ফায়ারম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২,৬১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১,৪২১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক,**
শূন্যপদ ঃ ১,৫৯৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ২০৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার (ইসরো),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ২,৪৮২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ক্রীড়াবিদ্ (সি.আর.পি.এফ),**
শূন্যপদ ঃ ৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ, তবে দক্ষ ক্রীড়াবিদ্ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর (সম্ভাব্য),
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ, পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার, গ্রামীণ ডাক সেবক (ডাক বিভাগ),**
শূন্যপদ ঃ ২৩,৭৫৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততঃপক্ষে মাধমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার (গ্রামীণ ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৩,৭০৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ,
নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর, নির্দিষ্ট পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর (ওবিসি, এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, ডিভোর্সী/ বিধবা প্রার্থীদের জন্য নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ সেপেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নভেম্বরে,
কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় সরকার),**
শূন্যপদ ঃ ১,৭৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল/ মেকানিক্যাল/ ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং (বিই/ বিটেক) পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবরে,
কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। ।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিস্ট, জিওলজিস্ট (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.এস.সি ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি, ২০২৭,
তবে বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এম.টি.এস, ফায়ারম্যান (আর্মি কর্পস),**
শূন্যপদ ঃ ২,৬১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

নান্দেডে পথ দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর, মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): মহারাষ্ট্রের নান্দেডে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুর্ঘটনায় মৃতদের প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। আহতদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য প্রকাশ করে জানায়, "মহারাষ্ট্রের নান্দেডে দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এই শোকের সময়ে মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রয়েছে। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। মৃতদের প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে পিএম ফান্ড থেকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নান্দেড-বোকর সড়কে যাত্রীবাহী একটি ভ্যানের সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ৬ জনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন আরও ৮ জন। সন্ধ্যা প্রায় ৭টা নাগাদ সিতাখান্ডি ঘাটের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

জানা যায়, যাত্রীবাহী ভ্যানটি নান্দেড থেকে বোকরের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের অভিঘাতে ভ্যানটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভ্যানের ধ্বংসস্তূপ থেকে আহতদের উদ্ধার করেন। পরে তাঁদের কাছাকাছি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

নিহতদের মধ্যে রয়েছেন বোকরের বিলাল নগরের সৈয়দ আলমাস, বোকরের শেখ ফিরোজ, সৈয়দ নগরের পাণ্ডুরং লক্ষ্মণ ওয়াঘমারে ও তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীবাই পাণ্ডুরং ওয়াঘমারে এবং তালুকা হাদগাঁওয়ের পোতাতান্ডা গ্রামের বলরাম পাওয়ার। অপর এক মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে পুলিশ জানিয়েছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কীভাবে ভ্যান ও ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ হল, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। তবে রাস্তার পরিস্থিতি, দৃশ্যমানতা, গাড়ির গতি বা যান্ত্রিক ত্রুটির মতো কোনও বিষয় দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ছিল কি না, সে বিষয়ে এখনও সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি।পোলা উৎসবের দিনেই এই দুর্ঘটনা ঘটায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে পুলিশও সেখানে গিয়ে উদ্ধারকাজের পাশাপাশি যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

ইএইউ-র সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা দ্রুত করতে উদ্যোগ, আন্দ্রে স্লেপনেভের সঙ্গে বৈঠকে পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): প্রস্তাবিত ভারত-ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং বাজারে প্রবেশের সুযোগ সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। শুক্রবার ইউরেশিয়ান ইকোনমিক কমিশনের বাণিজ্যমন্ত্রী আন্দ্রে স্লেপনেভের সঙ্গে বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা হয়।

বৈঠকের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ পীযূষ গোয়েল জানান, ভারত-ইএইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা দ্রুত শেষ করা, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং বাজারে প্রবেশের সুযোগ বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

তিনি জানান, বৈঠকে ওষুধ, প্রযুক্তি এবং গাড়ি শিল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভারত ও ইএইউ-র মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও গভীর করা এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক শক্তিশালী করার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হয়েছে।

ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি হল আর্মেনিয়া, বেলারুশ, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান এবং রাশিয়া। ভারত ও ইএইউ-র মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। এই চুক্তির মূল লক্ষ্য হল দুই পক্ষের মধ্যে বাণিজ্য বাড়ানো এবং পারস্পরিক বাজারে পণ্য ও পরিষেবার প্রবেশাধিকার আরও সহজ করা।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং রফতানি বাড়ানোর লক্ষ্যে ভারতের প্রচেষ্টার মধ্যেই ইএইউ-র সঙ্গে আলোচনাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এর আগে চলতি মাসের শুরুতে পীযূষ গোয়েল জানিয়েছিলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি সদস্য দেশই ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির পক্ষে রয়েছে এবং দ্রুত চুক্তিটি কার্যকর করার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চায়। তাঁর দাবি ছিল, উভয় পক্ষের সংবেদনশীল ক্ষেত্রগুলির স্বার্থ সুরক্ষিত রেখেই চুক্তিটি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে এবং ভারত বা ইইউ, কোনও পক্ষেই এ নিয়ে বিরোধিতা নেই।

ভারত-ইইউ বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হলে শ্রমনির্ভর ক্ষেত্রগুলির মধ্যে মৎস্য, বস্ত্র ও জুতো শিল্প বিশেষভাবে লাভবান হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি রাসায়নিক ও ওষুধজাত পণ্যের রফতানিও বাড়তে পারে।

সরকার একইসঙ্গে ভারতের নতুন বাণিজ্য অংশীদারদের সঙ্গে বাণিজ্যিক গুরুত্ব বৃদ্ধির কথাও তুলে ধরেছে। নতুন মুক্ত বাণিজ্য অংশীদারদের বাজারে রফতানি বৃদ্ধি, অগ্রাধিকারমূলক উৎস শংসাপত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ধরনের পণ্য রফতানির পরিমাণ বাড়ার বিষয়টি ইতিমধ্যেই ইতিবাচক ফলাফল হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

সরকারের আগস্টে প্রকাশিত তথ্যপত্র অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের পণ্য ও পরিষেবা মিলিয়ে মোট রফতানি রেকর্ড ৮৬৩.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। এর মধ্যে পণ্য রফতানির পরিমাণ ছিল ৪৪১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের দাবিতে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চাইলেন পড়ুয়া ও গবেষকরা

গুয়াহাটি, ১১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গঠিত বিধিবদ্ধ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশে বিলম্বের অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের হস্তক্ষেপ চাইলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ও গবেষকরা। তদন্তের ফলাফল প্রকাশ্যে আনা এবং গোটা বিষয়টির স্বচ্ছ ও সময়বদ্ধ নিষ্পত্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

পড়ুয়া ও গবেষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে একটি প্রতিনিধিত্বপত্র জমা দিয়ে সেটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের সচিব এবং উচ্চশিক্ষা দফতরের অতিরিক্ত সচিবের কাছে পাঠানোর অনুরোধ করেছেন। তাঁদের দাবি, তদন্ত রিপোর্ট এবং তার ভিত্তিতে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে দ্রুত স্পষ্ট তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৩-এর ৯ নম্বর ধারার অধীনে এই বিধিবদ্ধ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক শম্ভু নাথ সিংয়ের কার্যকাল-সহ একাধিক বিষয় তদন্তের আওতায় ছিল। পড়ুয়ারা তাঁদের প্রতিনিধিত্বপত্রে প্রাক্তন উপাচার্যকে 'পলাতক' বলেও উল্লেখ করেছেন।

প্রতিনিধিত্বপত্র অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল। পড়ুয়াদের দাবি, কমিটি ইতিমধ্যেই তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। কিন্তু সেই রিপোর্টের ফলাফল এবং তার ভিত্তিতে নেওয়া কোনও সিদ্ধান্ত এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ, অর্থের ঘাটতি, দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা এবং ২০২৫ সালের স্নাতক ব্যাচের সমাবর্তন অনুষ্ঠান নিয়ে বিলম্বের মতো একাধিক অমীমাংসিত বিষয়ও তাঁরা তুলে ধরেছেন।

পড়ুয়াদের প্রশ্ন, দুর্নীতির অভিযোগ তুলে যারা বিষয়গুলি সামনে এনেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবেই কি এই সমস্যাগুলির নিষ্পত্তিতে এত দীর্ঘসূত্রিতা করা হচ্ছে? তাঁরা তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ, প্রাক্তন উপাচার্যের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা স্পষ্ট করা, অনিয়ম প্রমাণিত হলে দায় নির্ধারণ, বকেয়া অর্থ ছাড় এবং ২০২৫ সালের সমাবর্তন নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্তের দাবি জানিয়েছেন।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের কাছ থেকে লিখিতভাবে তাঁদের প্রতিনিধিত্বপত্র গ্রহণের স্বীকৃতি এবং দাবিগুলির বিষয়ে উত্তর চেয়েছেন পড়ুয়ারা। তাঁদের অভিযোগের সন্তোষজনক সমাধান না হলে আন্দোলন আরও তীব্র করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার মতো কর্মসূচিও নেওয়া হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

পড়ুয়ারা আরও জানিয়েছেন, তাঁদের অভিযোগের যথাযথ সমাধান না হলে বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধান ও তদন্ত কমিটির সামনে জমা দেওয়া নথি এবং প্রমাণাদি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারেন সংশ্লিষ্ট অংশীদাররা।

২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত একটি নাগরিক সম্মেলনের কথাও প্রতিনিধিত্বপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে শিক্ষাবিদ, তথ্য জানার অধিকার আন্দোলনের কর্মী, মানবাধিকারকর্মী, অবসরপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক এবং অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়ে একটি স্বাধীন জন-তদন্ত কমিটি গঠনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল বলে পড়ুয়ারা জানান।

তাঁদের বক্তব্য, এই দাবিগুলির মূল উদ্দেশ্য হল তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে স্বচ্ছতা, প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের আস্থা পুনরুদ্ধার করা।

তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা প্রশাসনিক সংকট এবং তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক শম্ভু নাথ সিংয়ের বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই বিধিবদ্ধ তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়ম, প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভেঙে পড়া, শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা এবং দীর্ঘদিন ক্যাম্পাসে অনুপস্থিত থাকার মতো অভিযোগ উঠেছিল।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ও শিক্ষকদের প্রতিবাদ ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে। ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রক তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে। একইসঙ্গে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তৎকালীন উপাচার্যকে ছুটিতে যেতে এবং সমস্ত দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এন. লোকেন্দ্র সিংকে প্রধান করে গঠিত ওই কমিটিতে নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জগদীশ কুমার পট্টনায়ক এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সচিব অধ্যাপক মনীশ আর. যোশী সদস্য ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান পরিস্থিতি এবং উপাচার্যের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ-সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয় কমিটিকে।এর আগে ২০২৫ সালের অক্টোবরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা অসমের রাজ্যপালের নির্দেশে একটি প্রাথমিক তথ্য অনুসন্ধানও করা হয়েছিল।

Admission Notice

Women's College, Agartala

Applications are invited from eligible candidates for pursuing M.A. in the subjects of English and Bengali, to the available seats at Women's College, Agartala.

Important Dates

1. Form Distribution and Submission - 14th to 19th September.
2. Publication of Merit List - 22nd September.
3. Date of Admission - 24th and 25th September.

Application forms may be downloaded from the official website of the college. All the relevant information is available in the college website https://womenscollegeagartala.ac.in/ candidates are advised to download the form, fill it correctly and submit it within the stipulated period.

ICA/D-957/26

Principal
Women's College, Agartala.

NOTICE INVITING e-TENDER

F.3(409)/AGMC & GBPH/S&P/SASCI/Microbiology/2026-27/ 20163-64

E-Tender for Procurement of various Equipment's for use in the Department of Microbiology, AGMC & GBP Hospital, Agartala.

E-Tender is hereby invited on behalf of the Medical Superintendent & HOD, AGMC& GBP Hospital, Agartala from resourceful, experienced bonafide renowned licensed Manufacturers or their Authorized distributor/supplier for "Procurement of various Equipment's for use in the Department of Microbiology, AGMC & GBP Hospital, Agartala." The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in).

Important dates related to tender

The last date/time of submission 06/10/2026 up to 06:00 pm.
Date of Pre-bid Meeting: 15.09.2026 from 01.00 pm
Venue of Pre-bid meeting: Council Room, AGMC&GBP Hospital, Agartala
All future modification/corrigendum shall be made available in the e procurement portal. So, bidders are requested to update themselves from the e procurement web portal only.

ICA/C-1927/26

Medical Superintendent and Head of Department
AGMC & GBP Hospital, Agartala

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are hereby invited from reputed and authorized vendors/Co-operative Societies/MARKFED for the procurement of 01 (one) AC and 01 (one) Inverter with Battery for official use of the Tripura Minorities Co-operative Development Corporation Limited (TMCDCL), Lake Chowmuhani, Agartala, West Tripura.

The required items are as follows:

1. 01 (one) No. 2 Ton, 3-Star rated AC of LG/IFB/Blue Star.
2. 01 (one) No. Inverter with 200 Ah Battery and 850 Watt capacity of Exide/Luminous/Amaron.

The rates should be quoted both in figures and in words. The quotation must be accompanied by all relevant and valid documents.

The quotation should be submitted in a sealed envelope superscribed "Quotation for Supply of AC and Inverter with Battery" and addressed to the General Manager, Tripura Minorities Co-operative Development Corporation Limited, Lake Chowmuhani, Agartala, West Tripura. The sealed quotation may be dropped in the designated quotation box kept in the office of the undersigned during office hours, excluding Government holidays, from 11.09.2026 to 18.09.2026.

The quotations will be opened on 18.09.2026 at 4:00 PM in the office chamber of the undersigned in the presence of the bidders or their authorized representatives who wish to remain present.

ICA/C-1919/26

(Saurabh Al Aman, TCS)
General Manager,
Tripura Minorities Cooperative Development Corporation Limited

বিশ্বনেতাদের স্বাগত ভারতীয় স্বাগত, একসঙ্গে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ব: ব্রিকস সম্মেলন নিয়ে অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): রাজধানী নয়াদিল্লিতে আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলা উচ্চপর্যায়ের ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতে আসা বিশ্বনেতাদের শুক্রবার স্বাগত জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর বার্তা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় আরও জোরদার করে উন্নত ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়তে একসঙ্গে কাজ করবে সদস্য দেশগুলি।

সম্মেলনকে ঘিরে বিশ্বজুড়ে আগ্রহের প্রসঙ্গ তুলে ধরে অমিত শাহ জানান, পশ্চিম থেকে দক্ষিণ এশিয়ার দিকে বিশ্ব অর্থনীতির গতিপথ এবং জিডিপির পরিসংখ্যানে পরিবর্তনের কারণে এবারের ব্রিকস সম্মেলন আন্তর্জাতিক মহলের বিশেষ নজরে রয়েছে। এই সম্মেলনে সদস্য দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় আরও দ্রুত বাড়ানো এবং বিশ্বে যৌথ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন রাষ্ট্রনেতারা।

এক্স-এ একটি পোস্টে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লেখেন, "ব্রিকস ২০২৬-এর মঞ্চ প্রস্তুত!" একইসঙ্গে সম্মেলনের আয়োজক স্থান ভারত মণ্ডপমের সাজসজ্জার একটি ভিডিও শেয়ার করেন তিনি।

অমিত শাহ আরও লেখেন, "বিশ্বের বৃহত্তম গতন্ত্র ভারত বিশ্বনেতাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। আরও শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলা, সহযোগিতা ত্বরান্বিত করা এবং উন্নত বিশ্বের জন্য যৌথ সমৃদ্ধি বাড়ানোর লক্ষ্যে আলোচনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তাঁরা। আমরা একসঙ্গে আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ব।"

দুই দিনের এই সম্মেলনে ব্রাজিল, চিন, মিশর, ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, ইরান, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি-সহ মোট ১১টি উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশ অংশ নিচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য এই দেশগুলির নেতারা এক মঞ্চে মিলিত হচ্ছেন।

বর্তমানে ব্রিকস-এর সদস্য ১১টি দেশ হল ব্রাজিল, চিন, মিশর, ইথিওপিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। সম্মিলিতভাবে এই দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৯.৫ শতাংশ, বিশ্ব জিডিপির ৪০ শতাংশ এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যের ২৬ শতাংশ।

গত কয়েক বছরে অন্যান্য আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী, বিশেষ করে জি৭-এর তুলনায় ব্রিকস-এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং লাতিন আমেরিকার একাধিক দেশের অন্তর্ভুক্তির ফলে সংগঠনটির সদস্যভিত্তিও সম্প্রসারিত হয়েছে।

বন শহিদদের শ্রদ্ধা জানালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী অরণ্যরক্ষায় 'বন দুর্গা'র ভূমিকার প্রশংসা

গুয়াহাটি, ১১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): জাতীয় বন শহিদ দিবস উপলক্ষে কর্তব্যরত অবস্থায় প্রাণ হারানো বনকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় বনকর্মীদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, অসম সরকার বন সংরক্ষণ আরও শক্তিশালী করা এবং রাজ্যের বন্যপ্রাণী ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বৃহস্পতিবার জাতীয় বন শহিদ দিবস উপলক্ষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "জাতীয় বন শহিদ দিবসে আমাদের বন, বন্যপ্রাণী ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় যারা সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।"

তিনি বলেন, বন শহিদদের সাহস ও আত্মত্যাগ আগামী প্রজন্মের জন্য অসমের বনাঞ্চল রক্ষার অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। তাঁদের দেখানো পথ অনুসরণ করে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর গুরুত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী।অসম সরকারের বন সংরক্ষণ উদ্যোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বনরক্ষার কাজে মহিলাদের আরও বেশি যুক্ত করা। এই লক্ষ্যেই 'বন দুর্গা' দলকে সামনের সারির বন সুরক্ষার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। বন দুর্গার সদস্যারা ঝুঁকিপূর্ণ বনাঞ্চলে টহল দেওয়া, নজরদারিতে সহায়তা, বন অপরাধের তথ্য জানানো, বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় সহযোগিতা এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলে নিয়মিত মাঠপর্যায়ে উপস্থিতি বজায় রাখার মতো বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছেন।মুখ্যমন্ত্রীর প্রকাশ করা ছবিতেও বন দুর্গার সদস্যদের বনাঞ্চলের ভিতরে টহল ও সুরক্ষার কাজে অংশ নিতে দেখা যায়।অসমে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য রয়েছে বিস্তৃত সুরক্ষিত এলাকা। রাজ্যের বন দফতরের তথ্য অনুযায়ী, অসমে পাঁচটি জাতীয় উদ্যান, ২০টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, তিনটি ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র এবং পাঁচটি হাতি সংরক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।বন দফতরের সামগ্রিক সংরক্ষণমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল রক্ষা ও ব্যবস্থাপনা, বৃক্ষরোপণ, অবক্ষয়িত বনাঞ্চলের পুনরুদ্ধার, বনসৃজন এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।প্রতি বছর ১১ সেপ্টেম্বর জাতীয় বন শহিদ দিবস পালন করা হয়। বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার কাজে কর্তব্যরত অবস্থায় প্রাণ হারানো বনকর্মীদের স্মরণে এই দিনটি পালন করা হয়।মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বার্তায় এদিন স্পষ্টভাবে উঠে আসে, বন সংরক্ষণ শুধু সংরক্ষিত এলাকা বা পরিকাঠামো গড়ে তোলার বিষয় নয়।

P'NIET No.: 17/EE/MNP/PWD(R&B)/2026-27, Dt. 07/09/2026

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage for the following works:

Sl No.	DNIeT No.	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1	28/DNIT/EE/MNP/ PWD(R&B)/2026-27	Upto 3.00 PM on 14/09/2026	At 3.00 PM on 14/09/2026 If Possible)

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in Thepress notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.

For & on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-1922/26

(Er. SusantaDebbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B)
Mohanpur, West Tripura

মুম্বই বিমানবন্দরে ডিআইআর-এর অভিযান, ৫.৫ কোটি টাকার সোনার গুঁড়ো উদ্ধার, গ্রেফতার ৪

মুম্বই, ১১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): মূল্যবান ধাতু পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিপুল পরিমাণ সোনার গুঁড়ো উদ্ধার করল ডিরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স। অভিযানে প্রায় ৫.৫ কোটি টাকা মূল্যের ৩.৫ কেজি সোনার গুঁড়ো উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় বিমানবন্দরের দুই কর্মীসহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে শুক্রবার জানিয়েছে ডিআইআর।

ডিআইআর-এর বিবৃতি অনুযায়ী, গ্রেফতার হওয়া চারজনের মধ্যে দু'জন বিমানবন্দরের কর্মী এবং বাকি দু'জন ট্রানজিট যাত্রী। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, অভিযুক্তরা মুম্বই বিমানবন্দরকে ব্যবহার করে সক্রিয় একটি আন্তর্জাতিক সোনা পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ঘটনায় আরও বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে ডিআইআর। বিমানবন্দরের মাধ্যমে কীভাবে সোনা পাচারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা যুক্ত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এর আগে গত মাসেও একই ধরনের অভিযানে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে একটি ট্রেনযাত্রীর কাছ থেকে ৩ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সোনা উদ্ধার করেছিল ডিআইআর। গোয়েন্দা সূত্রে খবর ছিল, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে পাচার করে আনা সোনা ট্রেনে করে দেশের অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে নাগপুর ডিআইআর-এর একটি দল নাগপুর রেলস্টেশনে অভিযান চালায়।

অভিযানে এক যাত্রীকে আটক করে তল্লাশি চালানো হলে তাঁর কাছ থেকে ২.১৬৫ কেজি সোনা উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া সোনার আনুমানিক মূল্য ছিল ৩.০৯ কোটি টাকা। ডিআইআর-এর কাছে তথ্য ছিল, পাচার করা সোনাটি ১২১০২ নম্বর জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসে করে পরবর্তী গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হবে। সেই অনুযায়ী নাগপুর রেলস্টেশনে ফাঁদ পাতে ডিআইআর। যাত্রীর তল্লাশির সময় লুকিয়ে রাখা ১৬টি সোনার বার উদ্ধার করা হয়।

এদিকে, সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বন্যপ্রাণী পাচারের বিরুদ্ধেও ছয়টি বড় অভিযান চালিয়েছে ডিআইআর। ওই অভিযানগুলিতে দুটি চিতাবাঘের চামড়া, ১৮০টি জীবিত ভারতীয় স্টার কচ্ছপ, ১২টি জীবিত টোকাই গেকো, প্রায় ২৪ কেজি প্যাঙ্গোলিনের আঁশ এবং ৫০০ গ্রাম বাঘের হাড় উদ্ধার করা হয়েছে। এই ছয়টি অভিযানে অন্তত ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।ওড়িশার কোরাপুট জেলার জয়পুরেও ডিআইআর অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি চিতাবাঘের চামড়া উদ্ধার করে। পরে উদ্ধার হওয়া চামড়া এবং ধৃত ব্যক্তিকে পরবর্তী তদন্ত ও আইনি পদক্ষেপের জন্য কোরাপুটের রাজ্য বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে নয়াদিল্লিতে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট রামাফোসা

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ১৮তম ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে শুক্রবার নয়াদিল্লিতে পৌঁছলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা। বিমানবন্দরে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত সিং।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানিয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ জানায়, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দীর্ঘদিনের উষ্ণ ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। ব্রিকসের অংশীদার হিসেবে গ্লোবাল সাউথের স্বার্থে দুই দেশের অঙ্গীকারও অটুট রয়েছে।

২০২৬ সালে ব্রিকসের সভাপতিত্ব করছে ভারত। সেই সূত্রে আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে ১৮তম ব্রিকস সম্মেলন। সম্মেলনে ব্রিকস সদস্য ও অংশীদার দেশগুলির রাষ্ট্রনেতাদের পাশাপাশি বিভিন্ন আমন্ত্রিত দেশের প্রতিনিধিরাও অংশ নেবেন।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, সম্মেলনে ব্রিকসের অভিন্ন অগ্রাধিকারের বিষয়গুলিতে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার উপায় নিয়ে রাষ্ট্রনেতারা মতবিনিময় করবেন। পাশাপাশি পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হবে।

রামাফোসার সফরের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের দফতর জানায়, ব্রিকস সম্মেলনকে দেশের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশেষ করে ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানো, শিল্পায়ন ও মূল্য সংযোজনকে উৎসাহিত করা এবং আফ্রিকান মহাদেশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আফ্রিকার পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।রামাফোসা ব্রিকস বিজনেস ফোরামের লিডার্স ডায়ালগেও অংশ নেবেন। সেখানে ব্রিকসের রাষ্ট্রনেতা এবং বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়িক প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। বাণিজ্য ও সরবরাহ শৃঙ্খল, কৃষি, মহিলাদের নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন, ডিজিটাল অর্থনীতি এবং উদ্ভাবনের মতো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেখানে আলোচনা হবে।

ব্রিকস বিজনেস কাউন্সিল এবং ব্রিকস উইমেন'স বিজনেস অ্যালায়েন্সের দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধিরাও ওই ফোরামে অংশ নেবেন। এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও গভীর করা এবং বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার নতুন সুযোগ চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও শুক্রবার বলেন, আগামী কয়েকদিনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের রাষ্ট্রনেতারা ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে নয়াদিল্লিতে আসবেন। বিশ্বের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে সম্মেলনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইতিবাচক ও অর্থবহ আলোচনা হবে বলে তিনি আশাবাদী।

ফেব্রুয়ারির মধ্যে জাতীয় সড়কে বাধাহীন টোল ব্যবস্থা চালু হবে: নীতিন গডকরি

মুম্বই, ১১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে ভারতে সম্পূর্ণ ডিজিটাল ও বাধাহীন হাইওয়ে টোল ব্যবস্থা চালু করা হবে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গডকরি। এই ব্যবস্থায় টোল প্লাজার সামনে গাড়ি থামিয়ে টোল দিতে হবে না।

শুক্রবার মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত 'গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্ট ২০২৬'-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে গডকরি জানান, ফাসট্যাগ-এর পাশাপাশি গাড়ির নম্বরপ্লেট শনাক্তকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে টোল আদায়ের নতুন ব্যবস্থা চালু করার দিকে এগোচ্ছে কেন্দ্র। এর ফলে টোল আদায় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে বলেও জানান তিনি।

গডকরি বলেন, "নম্বরপ্লেট এবং ফাসট্যাগ দু'টিই ব্যবহার করে যে টোল ব্যবস্থা আমরা চালু করব, তাতে বছরে অতিরিক্ত ১০ হাজার কোটি টাকা টোল রাজস্ব আসবে।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, টোল প্লাজায় গাড়ির অপেক্ষার সময় কখনও ১২ মিনিট পর্যন্ত থাকত। কিছু ক্ষেত্রে তা ৩০ মিনিটেও পৌঁছে যেত। ব্যবহারের ফলে সেই অপেক্ষার সময় ইতিমধ্যেই ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ কমেছে। এবার প্রযুক্তির মাধ্যমে বাকি বিলম্বও দূর করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় ফাসট্যাগ-এর তথ্যের পাশাপাশি গাড়ির নম্বরপ্লেট ব্যবহার করা হবে। এর মাধ্যমে টোলযুক্ত সড়কে গাড়ি শনাক্ত ও তার গতিবিধি আরও কার্যকরভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হবে বলে জানান গডকরি। ফলে টোল আদায়ের ব্যবস্থাও আরও শক্তিশালী হবে।

গডকরি বলেন, ফাসট্যাগ ইতিমধ্যেই টোল আদায়ের পদ্ধতিতে বড় পরিবর্তন এনেছে। টোল প্লাজায় নগদ টাকা বা খুচরোর প্রয়োজনীয়তা দূর করার পাশাপাশি অপেক্ষার সময়ও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এবার পরবর্তী ধাপে টোল দেওয়ার জন্য গাড়িকে টোল প্লাজায় থামানোর প্রয়োজনীয়তাও দূর করা হবে।

উল্লেখ্য, টোল প্রদানের পদ্ধতিকে আধুনিক করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে ফাসট্যাগ চালু করা হয়েছিল। বেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন প্রযুক্তির মাধ্যমে গাড়ি টোল প্লাজা অতিক্রম করার সময় সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টোলের টাকা কেটে নেওয়া হয়।

২০২১ সালে জাতীয় সড়কগুলিতে ফাসট্যাগ বাধ্যতামূলক করা হয়। এর ফলে নগদ অর্থের মাধ্যমে টোল প্রদানের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক টোল আদায়ের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। গডকরির মতে, ফাসট্যাগ বাধ্যতামূলক করার সুফল ইতিমধ্যেই স্পষ্ট এবং এবার তার পরবর্তী ধাপ হিসেবে বাধাহীন টোল ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছে দেশ।

ফিনটেক সম্মেলনে গডকরির বক্তব্যে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রে প্রযুক্তিনির্ভর পরিবর্তনের গুরুত্বও উঠে আসে।

উদয়পুরের দীপাবলি মেলা ২০২৬ ঘিরে প্রস্তুতিমূলক সভা, নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ সেপ্টেম্বর: আসন্ন দীপাবলি মেলা ২০২৬-কে সুষ্ঠু ও সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই সভায় মেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
সভায় গোমতী জেলার বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেব রায়, মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, সহ-সভাধিপতি সুজন কুমার সেন, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শিল্পী দাস এবং উদয়পুর পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান প্রদীপ দেবনাথ।
এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার পুলিশ সুপার ডি. এম. রিঙ্কু লাঠের, অতিরিক্ত জেলা শাসক (এডিএম) সুভাষ আচার্য এবং মহকুমা শাসক (এসডিএম) ত্রিদীপ সরকারসহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা।
সভায় দীপাবলি মেলাকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, পরিষেবা ব্যবস্থা, মেলা প্রাঙ্গণের পরিকাঠামো এবং বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।
মেলায় আগত দর্শনার্থীদের যাতে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয় এবং নির্বিঘ্নে উৎসব উপভোগ করতে পারেন, সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। একইসঙ্গে মেলার প্রতিটি ব্যবস্থাপনা সময়মতো সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করার ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশা করা হচ্ছে, সম্মিলিত উদ্যোগ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে এবারের দীপাবলি মেলাও সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হবে।

নন্দননগরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, বাইকের ধাক্কায় লরির নিচে পড়ে মৃত্যু ব্যক্তির

আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: রাজধানীর নন্দননগর এলাকায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। শুক্রবার বিকেলের দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতের নাম দীপঙ্কর দেবনাথ। তাঁর বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি নন্দননগর এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করছিলেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার বিকেলে নন্দননগর এলাকায় একটি বাইকের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়েন দীপঙ্কর দেবনাথ। সেই সময় তিনি একটি লরির নিচে পড়ে যান। এরপর লরিটি তাঁকে পিষে দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।
দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা টিআর ০১ এক্স ১৮৪৫ নম্বরের লরিটি আটক করেন। অভিযোগ, উত্তেজিত জনতা লরির চালককে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে মারধর করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকল বাহিনী।
দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে দীপঙ্কর দেবনাথের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতালের মর্গে পাঠান। পুলিশ লরির চালককে আটক করার পাশাপাশি লরিটিও নিজেদের হেফাজতে নেয়। তবে দুর্ঘটনায় জড়িত বাইকটি এখনও আটক করা সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে। বাইকটি শনাক্ত ও চালককে আটক করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। প্রিয়জনকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁরা। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং বাইকটির ভূমিকা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

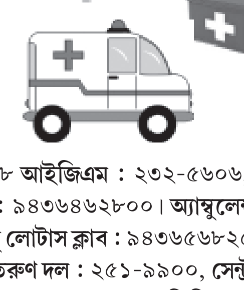

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ধর্মনগরে বাইক-স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ, গুরুতর আহত ২; রাস্তার ধারে পড়ে থাকা নির্মাণসামগ্রী নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ সেপ্টেম্বর: উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে ফের পথ দুর্ঘটনা। শুক্রবার শাখাইবাড়ি রোডে বাইক ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন দুইজন। দুর্ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার শাখাইবাড়ি রোড দিয়ে যাওয়ার সময় একটি বাইক ও একটি স্কুটির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় দুই গাড়ির আরোহী রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী।
দমকলকর্মীরা আহত দুজনকে উদ্ধার করে দ্রুত ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদের চিকিৎসা শুরু করেন। দমকল বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আহতদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক।
এদিকে, দুর্ঘটনার পর শাখাইবাড়ি রোডের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা মেরামতের জন্য রাস্তার ধারে পাথর, বালু ও অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী পড়ে রয়েছে। এর ফলে রাস্তার চলাচলের অংশ সংকুচিত হয়ে পড়েছে এবং যানবাহন চলাচলে সমস্যা তৈরি হচ্ছে।
স্থানীয়দের একাংশের দাবি, রাস্তার পাশে দীর্ঘদিন ধরে নির্মাণসামগ্রী পড়ে থাকায় যানবাহন চলাচলের জায়গা কমে গেছে। অনেক সময় গাড়িচালকদের রাস্তার একাংশ ছেড়ে অন্যদিকে সরে গিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। ফলে মুখোমুখি সংঘর্ষের আশঙ্কাও বাড়ছে। শুক্রবারের দুর্ঘটনার পেছনে রাস্তার এই পরিস্থিতি কোনোভাবে দায়ী কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা।
তবে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা পাথর-বালুর কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয়দের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হলেও, বিষয়টি এখনও তদন্তসাপেক্ষ। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।
স্থানীয়দের দাবি, রাস্তা মেরামতের কাজ চলাকালীন নির্মাণসামগ্রী এমনভাবে রাখা হোক, যাতে যান চলাচলে কোনো বাধা সৃষ্টি না হয়। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা পাথর-বালু ও অন্যান্য সামগ্রী দ্রুত সরিয়ে নিরাপদ যান চলাচলের ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছেন তারা।

১,১১৬ পিজি ও ২,১৯৩

● **প্রথম পাতার পর** তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ওই শুনানিতে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কতটা অগ্রগতি দেখাতে পারে, এখন সেদিকেই নজর থাকবে।

এনডিএ জোটের

● **প্রথম পাতার পর** পূজার আগেই শহর এলাকার রাস্তাঘাট পুরোপুরি সংস্কার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারী সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ভিসি নির্বাচন

● **প্রথম পাতার পর** সিপিআই (এম)''র ২৪৫৬টি, আইএনসি''র ৪৬৫টি, আইপিএফটি''র ৪৮৩টি, টিএমপি''র ৪৩৬১টি, সিপিআই''র ৪টি এবং অন্যান্যদের ১১৪৯টি মনোনয়নপত্র বৈধ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

অভিযোগ নগর

● **প্রথম পাতার পর** দেখা দিয়েছে বলে দাবি তাঁদের।
এছাড়াও কমিশনারের বাড়ির সামনের রাস্তার পিছনের অংশে বসবাসকারী মানুষজনের অভিযোগ, বর্ষাকালে জল জমে যাওয়ায় ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে গার্ড ওয়ালের প্রয়োজন থাকলেও সেই সমস্যার সমাধান হয়নি বলে দাবি স্থানীয়দের। অন্যদিকে, কমিশনারের বাড়ির সামনে গার্ড ওয়াল নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় স্থানীয়দের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। তাঁদের আশঙ্কা, সরকারি অর্থে এই গার্ড ওয়াল নির্মাণ হয়ে গেলে ভবিষ্যতে ওই নির্মাণকেই ব্যবহার করে কমিশনার নিজের বাড়ির সীমানা প্রাচীরের কাজ অনেক কম খরচে সম্পন্ন করতে পারবেন।
স্থানীয়দের প্রশ্ন, সরকারি অর্থে নির্মাণকাজ হলে তার সুফল এলাকার সাধারণ মানুষের পাওয়া উচিত। কোনও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা বাড়িকে পরোক্ষভাবে সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ উঠলে তার স্বচ্ছ তদন্ত প্রয়োজন বলেও দাবি করেছেন তাঁরা।
তবে স্থানীয়দের তোলা এই অভিযোগগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিশনার কিংবা সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি। ফলে গার্ড ওয়ালটি ঠিক কোন উদ্দেশ্যে এবং কী সরকারি প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হচ্ছে, তা নিয়ে স্পষ্টতা প্রয়োজন বলে দাবি স্থানীয়দের।

ভিলেজ নির্বাচন

● **প্রথম পাতার পর** মধ্যে ১ জন প্রত্যাহার করায় ২ জন প্রার্থী বর্তমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। অন্যান্য দলের ও নির্দল প্রার্থীদের মধ্যে ৭৫৩ জন চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিলেন এবং ৪১৪ জন মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। ফলে এই শ্রেণিতে ৩৩৯ জন প্রার্থী রয়েছেন।
নির্বাচনী তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মোট ৪০টি ব্লকে ১,৬৩০টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। জেলাভিত্তিক হিসাবে, ধলাই জেলার আমবাসা ব্লকে ৩টি, ডম্বুরনগরে ১টি, দুর্গাচৌমুহনীতে ৭টি, মনুতে ১৪টি এবং সালেমায় ২৭টি আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছে।
গোমতী জেলার অমরপুরে ১৯টি, করবুকে ৮টি, কিল্লায় ৩৫টি, মাতাবাড়িতে ১টি এবং অম্পিতে ৬৯টি আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছে। খোয়াই জেলার কল্যাণপুরে ৪৯টি, মুঙ্গিয়াকামিতে ১০১টি, পদ্মবিলে ১২৮টি, তেলিয়ামুড়ায় ৩৪টি এবং তুলাশিখরে ১২২টি আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছে।
উত্তর ত্রিপুরার দামছড়া ও দাশদায় ৫টি করে, জাম্পুই হিলে ৫টি এবং লালজুড়িতে ৪টি আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছে। সিপাহিজলা জেলার বক্সনগরে ২টি, চড়িলামে ৮২টি, জম্পুইজলায় ২৪০টি, মোহনভোগে ১টি এবং নলছড়ে ২৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে না।
দক্ষিণ ত্রিপুরার বকাফায় ৬টি, হৃষ্যমুখে ১৪টি, জোলাইবাড়িতে ২টি, পোয়াংবাড়িতে ১টি, রূপাইছড়িতে ১১টি এবং সাতচাঁদে ৬টি আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছে।
উনকোটি জেলার চন্ডিপুরে ১টি, কুমারঘাটে ২টি এবং পেঁচারথলে ২টি আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছে।
পশ্চিম ত্রিপুরায় বেলবাড়িতে ১১৩টি, ডুকলিতে ২৩টি, হেজামারায় ১৬৪টি, জিরানিয়ায় ৪৬টি, লেফুঙ্গায় ৮০টি, মান্দাইয়ে ১৪১টি এবং পুরাতন আগরতলায় ২৮টি আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছে।
এদিকে, আটটি ব্লকে পুরোপুরি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনে জয়ী হয়েছে প্রার্থীরা। এই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতা আসনগুলোর মধ্যে বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে তিপরা মথা। এই তালিকায় রয়েছে চড়িলাম, নলছড়, ডুকলি, বেলবাড়ি, পুরাতন আগরতলা, জিরানিয়া, হেজামারা ও লেফুঙ্গা। এই আট ব্লকে মোট ৫৬৪টি আসন রয়েছে। তার মধ্যে তিপ্রা মথা একাই ৫৩৭টি আসনে বিনা লড়াইয়ে জয় নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে শাসকদল বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছে ২৭টি আসনে।
হেজামারা ব্লকে সর্বোচ্চ ১৬৪টি আসন (বিজেপি ৫, মথা ১৫৯) এবং বেলবাড়ি ব্লকে ১১৩টি আসন (বিজেপি ২, মথা ১১১) এছাড়া চড়িলাম ব্লকে ৮২টি, লেফুঙ্গা ব্লকে ৮০টি, নলছড় ও ওল্ড আগরতলা ব্লকে ২৮টি করে, জিরানিয়া ব্লকে ৪৬টি এবং ডুকলি ব্লকে ২৩টি আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।
মনোনয়ন প্রত্যাহার পর্ব শেষ হওয়ায় এখন চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা সামনে রেখে ভিসি নির্বাচনের প্রচার আরও জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ৮,৭৫১ জন প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যের বিভিন্ন ভিলেজ কাউন্সিলে এবার লড়াই কতটা জমে ওঠে, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

৩ মাস ১১ দিনের শিশুকন্যার অস্বাভাবিক মৃত্যু, জিবি হাসপাতালের মর্গে শাশুড়ি-জামাতার তুমুল ঝগড়া

আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: মাত্র ৩ মাস ১১ দিনের শিশুকন্যার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে শুক্রবার জিবি হাসপাতালের মর্গে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শিশুটির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তার বাবা ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের মধ্যে তীব্র বচসা ও হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয়। শিশুটিকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বাবা জয় চক্রবর্তী। যদিও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয় এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ২৯ জুন জুয়েল ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় জয় চক্রবর্তীর নিজ বাড়িতে তাঁর শিশুকন্যার একটি অনুষ্ঠান হয়। পরদিন জয় চক্রবর্তীর অনুপস্থিতিতে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে বাড়ি থেকে নিয়ে যান বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তাঁকে জানানো হয়, জয়ের মা ও তাঁর স্ত্রী উর্মি আচার্যীর মধ্যে পারিবারিক বিবাদ চলছিল। সেই কারণে স্ত্রী ও সন্তানকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
জয় চক্রবর্তীর দাবি, পরবর্তীতে এলাকার নেতা, ক্লাবের সদস্য এবং কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। তাঁর অভিযোগ, প্রায় তিন মাস ধরে তিনি নিজের শিশুকন্যার কাছ থেকে দূরে ছিলেন।
এদিন ভোর ৪টা ৪৮ মিনিট নাগাদ শ্বশুরবাড়ির লোকজন ফোন করে তাঁকে আইজিএম হাসপাতালে আসতে বলেন বলে জানান জয়। হাসপাতালে পৌঁছে তিনি শিশুকন্যার মৃতদেহ দেখতে পান। তাঁর দাবি, কীভাবে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে সে বিষয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকজন স্পষ্ট কোনো কারণ জানাতে পারেননি। তাঁদের পক্ষ থেকে শ্বাসকষ্টজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে বলে জানানো হয় বলে দাবি জয়ের।
তবে শিশুটির মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল বলে দাবি করে জয় চক্রবর্তী মৃত্যুর ঘটনাকে সন্দেহজনক বলে উল্লেখ করেন। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে শিশুকন্যাকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। এ ঘটনায় শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবেন বলেও জানান তিনি।
অভিযোগের তালিকায় সুমন আচার্যীর নামও উল্লেখ করেছেন জয়। তাঁর দাবি, সুমন আচার্যী তাঁর স্ত্রী উর্মি আচার্যীর বোনের স্বামী এবং তিনিই স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে তাঁর বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলেন। শিশুটির কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, তা সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে বের করে আনার দাবি জানান তিনি।এদিকে শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শুক্রবার দুপুরে জিবি হাসপাতালের মর্গে জয় চক্রবর্তী ও তাঁর শাশুড়ির মধ্যে তুমুল বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে হাসপাতালের মহিলা নিরাপত্তারক্ষীরা জয়ের শাশুড়িকে মর্গ এলাকা থেকে বের করে দেন।
পরে ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর শিশুকন্যার মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং ঘটনাটি স্বাভাবিক নাকি এর পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে, তা তদন্ত ও ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই স্পষ্ট হবে।

ব্রিকস সম্মেলনের আগে

● **প্রথম পাতার পর** মোদি ও পুতিন প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে কথা বলেন।
বহুপাক্ষিক ক্ষেত্রেও ভারত-রাশিয়া সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন দুই রাষ্ট্রনেতা। বিশেষ করে ২০২৬ সালে ভারতের সভাপতিত্বে ব্রিকসের কার্যক্রম নিয়েও তাঁদের মধ্যে মতবিনিময় হয়।
পশ্চিম এশিয়া ও কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলের সংঘাতসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। এই সংঘাতগুলির ফলে সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রভাবিত হচ্ছে বলে বৈঠকে উঠে আসে। প্রধানমন্ত্রী ফের জানান, সংঘাতের সমাধানে সংলাপ ও কূটনীতিই এগিয়ে যাওয়ার পথ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ভারত সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।
বৈঠকের শেষে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে বিশেষ ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখার বিষয়ে দুই নেতা সম্মত হন। ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও এই সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে চলেছে এবং তার স্থিতিস্থাপকতা প্রমাণ করেছে বলেও বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে।

বিরোধী পঞ্চায়েত সদস্যের ওয়ার্ডে

● **প্রথম পাতার পর** বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার ছনতৈল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
ঘটনাটি কৈলাসহরের চণ্ডীপুর ব্লকের অন্তর্গত ছনতৈল গ্রাম পঞ্চায়েতের। ১৩ আসনবিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতে ১১ জন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছেন। অপরদিকে, দুইজন সদস্য কংগ্রেসের। দুই নম্বর ওয়ার্ড থেকে কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন রকিব আলী ও শাহিদা বেগম।
পঞ্চায়েত সদস্য রকিব আলীর অভিযোগ, বিরোধী দলের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার কারণে তাঁর ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এমনকি তাঁদের ন্যায্য পাওনা থেকেও বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তাঁর।
রকিব আলীর দাবি, সম্প্রতি ছনতৈল গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই, তিন ও ছয় নম্বর ওয়ার্ডে রেগার শ্রমিকদের জন্য সাত দিনের কাজ বরাদ্দ হয়। সেই অনুযায়ী গত চারদিন ধরে তিনটি ওয়ার্ডেই শ্রমিকরা কাজ করছিলেন। শুক্রবার সকালে প্রতিদিনের মতো দুই নম্বর ওয়ার্ডের রেগা শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে গেলে তাঁদের জানানো হয়, এদিন কাজ বন্ধ থাকবে। বিষয়টি জানতে পেরে পঞ্চায়েত সদস্য রকিব আলী ঘটনাস্থলে গিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানকে ফোন করেন। তাঁর অভিযোগ, প্রধানের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রেগা পোর্টালের সফটওয়্যারে সমস্যা হওয়ায় এদিন কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।
তবে পরবর্তীতে রকিব আলী শ্রমিকদের নিয়ে পঞ্চায়েত অফিসের দিকে যাওয়ার সময় দেখতে পান, দুই নম্বর ওয়ার্ডে কাজ বন্ধ থাকলেও তিন ও ছয় নম্বর ওয়ার্ডে রেগার কাজ যথারীতি চলছে। এরপরই কাজ বন্ধের কারণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।
রকিব আলীর অভিযোগ, স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা দুই নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য আতাহুর রহমানের প্রভাবেই ওই ওয়ার্ডে রেগার কাজ বন্ধ করা হয়েছে। তাঁর আরও অভিযোগ, ছয়জন রেগা শ্রমিকের স্বাক্ষর জাল করে এবং নিজের স্বাক্ষর দিয়ে মোট সাতজনের স্বাক্ষর-সম্বলিত একটি অভিযোগপত্র পঞ্চায়েতে জমা দেওয়া হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই দুই নম্বর ওয়ার্ডে রেগার কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।
রকিব আলীর দাবি, যাঁদের মধ্যে পাঁচজনের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে বলে অভিযোগ, তাঁরা গত চারদিন ধরেই অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে রেগার কাজে যুক্ত ছিলেন এবং শুক্রবারও কাজ করতে এসেছিলেন। অপর একজনের ক্ষেত্রেও স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। ওই ব্যক্তির ছনতৈল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রেশন কার্ড কিংবা জব কার্ড নেই বলেও দাবি করেন রকিব আলী।
এদিকে, শুক্রবার সকাল থেকে রেগার শ্রমিকরা পঞ্চায়েত অফিস চত্বরে অপেক্ষা করলেও দুপুর পর্যন্ত পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান কিংবা পঞ্চায়েত সচিবের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়নি বলে অভিযোগ। রকিব আলী জানান, সমস্যার সমাধান শুক্রবার রাতের মধ্যে না হলে শনিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে।
যদিও পঞ্চায়েত সদস্য রকিব আলীর তোলা অভিযোগের বিষয়ে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গেছে, প্রধান, উপপ্রধান এবং পঞ্চায়েত সচিব একটি সরকারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকায় শুক্রবার দুপুর একটা পর্যন্ত তাঁরা পঞ্চায়েত অফিসে ছিলেন না। ফলে তাঁদের বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি। সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট সরকারি অনুষ্ঠানটি শুক্রবার দিনভর চলবে।
ঘটনায় রেগার কাজ বন্ধের প্রকৃত কারণ কী এবং অভিযোগপত্রে শ্রমিকদের স্বাক্ষর নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে, তা কতটা সত্যতা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

রাজ্যে ১৯টি অনুমোদনবিহীন পুনর্বাসন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ

আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: রাজ্যে অনুমোদনবিহীনভাবে পরিচালিত বেসরকারি পুনর্বাসন কেন্দ্র ও মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের উদ্যোগ নিল স্টেট মেন্টাল হেলথ অথরিটি, ত্রিপুরা। রাজ্যের মোট ১৯টি কেন্দ্র ও সংস্থার বিরুদ্ধে গত ৯ সেপ্টেম্বর কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে।
অথরিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলোর বিরুদ্ধে মেন্টাল হেলথকেয়ার অ্যাক্ট, ২০১৭-এর আওতায় প্রয়োজনীয় নিবন্ধন বা অনুমতি ছাড়াই মানসিকভাবে অসুস্থ ও মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন পরিষেবা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।
এর মধ্যে প্রথম নোটিশটি জারি করা হয়েছে আগরতলার উজান অভয়নগরের স্বপ্না ফাউন্ডেশন-এর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন ছাড়াই সেখানে মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি রোগীদের স্বাস্থ্যের ক্ষতির অভিযোগও পাওয়া গেছে। নোটিশ পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে সংস্থাটিকে লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে এবং কেন তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে।
অথরিটির পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্য জবাব না দিলে অথবা তদন্তে সহযোগিতা না করলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে একতরফাভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।
অন্যদিকে, দ্বিতীয় নোটিশ জারি করা হয়েছে আরও ১৮টি কেন্দ্র ও সংস্থার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, মেন্টাল হেলথকেয়ার অ্যাক্ট, ২০১৭-এর অধীনে বৈধ নিবন্ধন বা অনুমতি ছাড়াই এসব প্রতিষ্ঠান মানসিকভাবে অসুস্থ ও মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন পরিষেবা প্রদান করছে। আইনের ধারা ৬৫(১) অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন ছাড়া কোনো মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা বেআইনি।নোটিশপ্রাপ্ত ১৮টি কেন্দ্র ও সংস্থা হল জীবন জাগৃতি ফাউন্ডেশন, শান্তিরবাজার; হোলি ফাউন্ডেশন, জিরানিয়া; রূপায়ণ ফাউন্ডেশন, দশমীঘাট; জেমস ফাউন্ডেশন, জম্পুইজলা; রিলিভ ফাউন্ডেশন, বাইপাস রোড, আগরতলা; হিল ফাউন্ডেশন, বাচাইবাড়ি, খোয়াই; সক্ষম রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার, খুমুলুঙ; দীপ ফাউন্ডেশন, কাঞ্চনপুর; বেথেস্টা রিহ্যাব ফ্যাসিলিটি, নন্দননগর; ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, মুচাং, কমলপুর; সিরিন অ্যান্ড সোবার ফাউন্ডেশন, শালগড়া; রিলিভ ফাউন্ডেশন, এসপিও অফিস, সিপাহীজলা; রাধিয়া ফাউন্ডেশন, বড়জলা, আগরতলা; রেজুভেনেশন ফাউন্ডেশন, তেলিয়ামুড়া; ইয়াপ্রি কৌতাল ফাউন্ডেশন, গাবর্দি; রিভাইভ্যাল ফাউন্ডেশন, তুলাশিখর; টিএসবি কাউন্সেলিং সেন্টার, টাকারজলা এবং এডেনসেন্ড ফাউন্ডেশন, বিশ্রামগঞ্জ।এই ১৮টি সংস্থাকেও নোটিশ পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না দিলে কিংবা তদন্তে সহযোগিতা না করলে তাদের বিরুদ্ধেও একতরফাভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, মেন্টাল হেলথকেয়ার অ্যাক্ট অনুযায়ী রাজ্যে পরিচালিত সমস্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রের নিবন্ধন থাকা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি স্টেট মেন্টাল হেলথ অথরিটির নির্ধারিত নিয়ম ও মানদণ্ড মেনে এসব কেন্দ্র পরিচালনা করতে হয়। অথরিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলিতে মোট ১২টি নির্দিষ্ট মানদণ্ড রয়েছে, যা প্রতিটি কেন্দ্রকে মেনে চলতে হয়। এর মধ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, খাবারের গুণমান, আবাসনের উপযুক্ত পরিমাপ, প্রতিবন্ধীবান্ধব পরিকাঠামো এবং জৈব-চিকিৎসা সংক্রান্ত নিরাপত্তাসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে।
অথরিটির পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে, বেশ কিছু পুনর্বাসন কেন্দ্র এসব নির্ধারিত মানদণ্ড ও গুণগত নিয়ম যথাযথভাবে মেনে চলছে না। এর ফলে রোগীদের নিরাপত্তা ও অধিকার বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে যেসব কেন্দ্র এখনও নিবন্ধন করেনি কিংবা নির্ধারিত মানদণ্ড ও গুণগত নিয়ম অনুসরণ করছে না, তাদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে। আগামী সাত দিনের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে মেন্টাল হেলথকেয়ার অ্যাক্ট, ২০১৭ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে স্টেট মেন্টাল হেলথ অথরিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

নির্বাচনী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে

● **প্রথম পাতার পর** দুর্নীতি এবং অ্যালটমেন্টের জমিযার বড় অংশ আদিবাসীদেরনিজের স্ত্রীর নামে লিখিয়ে সেখানে বাগান তৈরি করার মতো অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। বিরোধী দলগুলি এসব অভিযোগের তদন্ত দাবি করলেও সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ কংগ্রেসের।
প্রদেশ কংগ্রেসের আরও দাবি, প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক দেবমণি চাকমা নির্বাচন আধিকারিক প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী এবং ভিলেজ কাউন্সিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক অনিন্দ্য কুমার ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির নির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অবসরের পরও আইএএস পরিচয় ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে বলেও দাবি করা হয় সাংবাদিক সম্মেলনে। তবে এসব অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
কংগ্রেসের বক্তব্য, এমন গুরুতর অভিযোগ ওঠা ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী পদে রেখে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই স্টেট ইলেকশন কমিশনারকে অবিলম্বে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পাশাপাশি ভিলেজ কাউন্সিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিবকেও পদ থেকে সরিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।
তদন্তের স্বার্থে সংশ্লিষ্টদের প্রভাবমুক্ত রাখার দাবিও তুলেছে প্রদেশ কংগ্রেস। কংগ্রেসের অভিযোগ, অবসরের পর একাধিকবার মেয়াদ বৃদ্ধি পাওয়া ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে রেখে নিরপেক্ষ তদন্ত করা সম্ভব নয়। অভিযোগের ভিত্তিতে অবিলম্বে এফআইআর নথিভুক্ত, দায়িত্ব থেকে অপসারণ এবং প্রভাবমুক্ত পরিবেশে তদন্তের দাবি জানানো হয়।
এদিন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে ঘিরে পাহাড়ি এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলেও অভিযোগ করে কংগ্রেস। দলটির দাবি, কংগ্রেস প্রার্থীদের মনোনয়ন দিতে বাধা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকি, প্রার্থী অপহরণ, বাড়িঘরে হামলা, রাস্তায় আটকে দেওয়া এবং দলীয় কার্যালয়ে প্রবেশে বাধা দেওয়ার মতো অভিযোগ সামনে এসেছে।
কংগ্রেসের সহযোগী দল টিপিপির প্রার্থীদের উপরও শারীরিক হামলার অভিযোগ তোলা হয়। একাধিক প্রার্থীকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে এবং মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্যও চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে দাবি করা হয়। এই পরিস্থিতিতে ভিলেজ কাউন্সিল এলাকায় আইনের শাসন প্রশ্নের মুখে পড়েছে বলে মন্তব্য করে প্রদেশ কংগ্রেস।
এছাড়াও গত ৭ সেপ্টেম্বর উদয়পুরের জেলা শাসকের অধীন সার্কিট হাউসে বিজেপির রাজ্য সভাপতি এবং এডিসির সিইও-র উপস্থিতিতে নির্বাচনী জোটের বৈঠক কীভাবে সরকারি পরিসরে অনুষ্ঠিত হল, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে কংগ্রেস। বৈঠকের অনুমোদন না থাকলে কেন তা বন্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং চার দিন পরও কেন কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নিএই প্রশ্নও তোলা হয়।
প্রদেশ কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপি-আরএসএস পরিচালিত তথাকথিত 'ট্রিপল ইঞ্জিন' সরকার সরকারি অর্থ, সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজেদের সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করছে। নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে কংগ্রেস দাবি করে, যদি নির্বাচনই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের অর্থ ব্যয় করে নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়।
সবশেষে রাজ্যবাসীর কাছে অন্যায়, দুর্নীতি, অনাচার ও গণতন্ত্র হত্যার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানায় প্রদেশ কংগ্রেস। পাশাপাশি পুলিশ-প্রশাসনের কাছে সংবিধান ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করে আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে প্রতিটি ভোটার যাতে ভয়মুক্ত ও নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন, তা নিশ্চিত করার আবেদন জানানো হয়। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্পন্ন করতে কঠোর, নিরপেক্ষ ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানিয়েছে দলটি।

াঙ্গন

আরসিসিতে বিবেকানন্দ ও নেতাজির পুনর্বায়ব মূর্তি উন্মোচন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। দেশের মনীষীদের সম্পর্কে যুব সমাজকে বেশি করে জানা উচিত। তাদেরকে যত বেশি জানা সম্ভব হবে, ততই দেশের প্রতি কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ হওয়া সম্ভব। কারণ দেশকে না বুঝলে রাষ্ট্রবাদী চিন্তাভাবনায় দেশ উন্নত সম্ভব নয়। নিজের জন্য তো কিছু করতেই হবে, পাশাপাশি দেশ ও সমাজের জন্যও কিছু করার চিন্তাভাবনা থাকলেই আগামী দিন নতুন ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলা সম্ভব। ত্রিপুরাকে ড্রাগস মুক্ত করতে সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ড্রাগস এর সাথে যারা যুক্ত, তাদেরকে কোন অবস্থাতে ছাড় দেওয়া হবে না। তাই এই যুদ্ধে যুবসমাজকেও যুক্ত হতে হবে। সবাই এগিয়ে আসলেই ত্রিপুরাকে ড্রাগস মুক্ত করে তোলা সম্ভব। আগরতলায় এনএসআরসিসিতে স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর পুনর্বায়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উদ্বোধকের ভাষণে কথাগুলি বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের উদ্যোগে আগরতলা এনএসআরসিসি চত্বরে এবার প্রতিষ্ঠিত হলো

স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পুনরায়ব মূর্তি। শুক্রবার এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দুই মনীষীর মূর্তির আবরণ উন্মোচন হয়। মূর্তির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে এদিন রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ আয়োজন করে এক মেগা রক্তদান শিবিরের। এনএসআরসিসির কমপ্লেক্সে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব তাপস রায়, দপ্তরের অধিকর্তা এল. ডার্লং এবং পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরে এধরনের কর্মসূচি আয়োজন করার জন্য উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন,

রক্তদান জীবনে পথ চলায় শেখায় এবং বাঁচার পাশাপাশি সমাজ ও দেশের জন্য নতুন শিক্ষা দেয়। রক্তদান শিবির মানবিক চেতনার একটা বাস্তব প্রকাশ। একজনের দান করা রক্তে তিনজন মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচতে পারে। তাই রক্তদান একটা বৃহৎ কাজ। এর চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছুই হতে পারে না। রক্তের নেই কোন জাত ধর্ম। রক্তের কোন বিকল্প না থাকায়, একমাত্র রক্ত দিয়েই রক্তের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। রক্তদান মানবিকতার একটা অনন্য দৃষ্টান্ত। মানুষ যে মানুষের জন্য, তা রক্তদানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ব্লাড ব্যাংকে যাতে রক্তের স্বল্পতা তৈরি না হয় তার জন্য প্রত্যেককেই রক্তদানে এগিয়ে আসা উচিত। রাজ্যের রক্তদানের মত মহৎ আন্দোলন চলছে। একে আরো বেশি করে শক্তিশালী করা দরকার।

অনূর্ধ-১৭ খো-খো ম্যাচে রেফারিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ, উনকোটি দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা চেয়ে চিঠি

আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের অনূর্ধ-১৭ খো-খো বালক ও বালিকা প্রতিযোগিতায় রেফারিদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও মানসিক হয়রানির অভিযোগ উঠেছে উনকোটি জেলার কয়েকজন মহিলা খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে। একইসঙ্গে উনকোটি জেলার কোচ প্রসেনজিৎ দেবনাথের আচরণ নিয়েও প্রশ্ন তুলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন প্রতিযোগিতার রেফারিরা। ঘটনাটি ১ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-১৭ খো-খো বালক ও বালিকা প্রতিযোগিতার উনকোটি ও ধলাই জেলার মধ্যকার ম্যাচকে কেন্দ্র করে। এ বিষয়ে ৩ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের আয়োজক সচিবের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান ম্যাচের রেফারি ও টেকনিক্যাল আধিকারিকরা। লিখিত অভিযোগে রেফারিরা দাবি করেন, ম্যাচ চলাকালীন উনকোটি জেলার কয়েকজন মহিলা খেলোয়াড়, বিশেষ করে পাপিয়া ধর, রেফারিদের সঙ্গে অনভিপ্রেত ও শৃঙ্খলাভঙ্গমূলক আচরণ করেন। অভিযোগ, বিভিন্নভাবে রেফারিদের মানসিকভাবে হয়রানির চেষ্টা করা হয়। এর ফলে ম্যাচের শান্তিপূর্ণ ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ ব্যাহত হয় এবং রেফারিরা তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সমস্যার সম্মুখীন হন।অভিযোগপত্রে উনকোটি জেলার কোচ প্রসেনজিৎ দেবনাথের আচরণকেও অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অনুপযুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রেফারিদের বক্তব্য, তাঁরা খেলার নিয়ম মেনে নিরপেক্ষতা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন। কোনো খেলোয়াড় বা দলের কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে আপত্তি থাকলে তা নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতির মাধ্যমে জানানো যেতে পারে। কিন্তু ম্যাচ চলাকালীন ব্যক্তিগত মন্তব্য, অসম্মানজনক আচরণ কিংবা কোনো ধরনের মানসিক হয়রানি গ্রহণযোগ্য নয়। রেফারিদের পক্ষ থেকে আয়োজক সচিবের কাছে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে, সে জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করারও দাবি জানানো হয়েছে। অভিযোগকারীদের আরও বক্তব্য, রেফারিরা যাতে নিরাপদ, সম্মানজনক ও শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন, তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

বিলোনিয়ায় দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের ফুটবল ও সাঁতার প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে বিলোনিয়ায় অনুষ্ঠিত হল একদিনের জেলা ভিত্তিক ফুটবল ও সাঁতার প্রতিযোগিতা। শুক্রবার দুপুর ১টায় বিলোনিয়ার বিকেআই সিন্থেটিক মাঠে ফুটবল এবং বুড়ির পুকুরে সাঁতার প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন উপস্থিত অতিথিরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিথিরা প্রতিযোগীদের শুভেচ্ছা জানান এবং খেলোয়াড়দের সাফল্য ও ক্রীড়াক্ষেত্রে আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। দক্ষিণ জেলার তিনটি মহকুমার খেলোয়াড়দের নিয়ে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ-১৭ ফুটবল বিভাগে মোট ৪৫ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি সাঁতার প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ-১৪, অনূর্ধ-১৭ এবং অনূর্ধ-১৯ বালক ও বালিকা বিভাগে মোট ২৪ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জেলা ভিকি প্রতিযোগিতা থেকে নির্বাচিত খেলোয়াড়রা পরবর্তী পর্যায়ে রাজ্য ভিকি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। ফলে এই প্রতিযোগিতা থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় বাছাইয়ের পাশাপাশি আগামী দিনের রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতার জন্য খেলোয়াড় তৈরির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। দক্ষিণ জেলা ভিকি ফুটবল ও সাঁতার প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দ, বিলোনিয়া পুরপরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল গোপ, পুরপরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, স্পোর্টস বোর্ডের সদস্য গৌতম সরকার, দক্ষিণ জেলা ক্রীড়া আধিকারিক রীতেশ শীলসহ অন্যান্যরা। দিনভর প্রতিযোগিতাকে ঘিরে খেলোয়াড়, অভিভাবক ও ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। সিনিয়র মহিলাদের রাজ্য ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত হয়েছে। আগামীকাল, শনিবার শান্তিরবাজারে বাইখোঁড়া স্কুল গ্রাউন্ডে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে উদয়পুর ও মোহনপুর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। একই সময়ের বিলোনিয়ায় বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে অপর কোয়ার্টার ফাইনালে সদর ও লংতরাই ভ্যালি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উদয়পুরের জামজুরি গ্রাউন্ডে একই সময়ে চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে বিশালগড় ও শান্তিরবাজার পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। উল্লেখ্য, গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলা থেকে গ্রুপ-এ থেকে উদয়পুর এবং শান্তির বাজার, গ্রুপ-বি থেকে খোয়াই এবং লংতরাই ভ্যালী, গ্রুপ-সি থেকে সদর এবং তেলিয়ামুড়া, গ্রুপ-ডি থেকে বিশালগড় এবং মোহনপুর যথাক্রমে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। উদয়পুরের জামজুরি গ্রাউন্ডে একই সময়ে চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে বিশালগড় ও শান্তিরবাজার পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। বলা বাহুল্য, আগামীকাল বৃষ্টি তথা আবহাওয়ার কারণে ম্যাচ অনুষ্ঠিত না হতে পারলে ১৩ সেপ্টেম্বর রাখা হয়েছে রিজার্ভ ডে হিসাবে। ১৪ সেপ্টেম্বর দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ এবং ১৬ সেপ্টেম্বর ফাইনাল ম্যাচের কথা রয়েছে।

স্কুল টেবিল টেনিসে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন সিপাহীজলার ১০ খেলোয়াড়কে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: স্কুল টেবিল টেনিসে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়ে জেলার মুখ উজ্জ্বল করা সিপাহীজলার ১০ জন বালক-বালিকাকে ট্রফি ও সার্টিফিকেট দিয়ে সংবর্ধনা জানালেন জেলার জেলাশাসক ড. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল। শুক্রবার দুপুরে সিপাহীজলা জেলা শাসকের কার্যালয়ের কক্ষে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃতী খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি ও সার্টিফিকেট তুলে দেন জেলাশাসক। এ সময় তিনি খেলোয়াড়দের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান এবং আগামী দিনে আরও ভালো ফল করার জন্য উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক ড. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে একটি নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। যুব সমাজকে নেশা থেকে দূরে রেখে খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।তিনি আরও বলেন, নেশার বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে খেলোয়াড়দেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনের লক্ষ্যে খেলোয়াড়দের পাশাপাশি সমাজের সব অংশের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। জেলাশাসকের এই সংবর্ধনায় খুশি কৃতী খেলোয়াড়রা। তাঁদের এই সাফল্য জেলার অন্যান্য স্কুলপড়ুয়া ও তরুণদেরও খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

কদমতলায় খেলো ফুটবলের ফাইনালে আগর ব্যবসায়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। খেলো কদমতলা সিজন থ্রি এর প্রথম সেমিফাইনালে শুক্রবার দক্ষিণ কদমতলা আগর ব্যবসায়ী ১-০ গোলে বড়গোল একাদশকে পরাজিত করে প্রথম দল হিসেবে ফাইনালের টিকিট আদায় করে নেয়। সেমিফাইনাল খেলার শুরুর প্রায় দুঘন্টা পূর্বে সমস্ত দর্শকাসন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। ফলে তিল ধারনের জায়গা ছিল না মাঠে। এমতাবস্থায় দুটি দল বহিঃ রাজ্যের শক্তিশালী খেলোয়ার নিয়ে মাঠে প্রবেশ করে।খেলার শুরু থেকে দুটি দল একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও শক্তিশালী ফুটবল খেলা শুরু করে। একদিকে যেমন বড়গোল দলে মিজোরামের খ্যাতনামা খেলোয়াররা ছিল তেমনি অপরদিকে দক্ষিণ কদমতলা দলে মনিপুরের বিখ্যাত রক্ষণভাগের খেলোয়ার সহ ত্রিপুরার আরেক খ্যাতনামা তারকা খেলোয়াড় পারভেজ ভূঁইয়ার মতো আক্রমণ ভাগের তারকা খেলোয়ার তার পায়ের জাদুতে মাঠ কাপায়। এতে দুই দলই প্রথমার্ধে গোলশূন্য অবস্থায় খেলা শেষ করে। অপরদিকে দ্বিতীয়ার্ধেও একই গতিতে খেলা শুরু করে মাত্র আট মিনিটের মাথায় দক্ষিণ কদমতলার সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণে দলের প্রথম গোলটি আদায় করে নেয়। দর্শনীয় এই গোলে এগিয়ে থাকার পর প্রতিপক্ষ একাধিকবার কাউন্টার আক্রমণ করলেও প্রতিপক্ষের জাল নাড়াতে পারেনি। এতে নির্ধারিত সময়ে ১-০ গোলে জয়লাভ করে প্রথম দল হিসেবে ফাইনালে পৌঁছায় দক্ষিণ কদমতলা আগর ব্যবসায়ী সমিতি। এদিকে আগামীকাল অর্থাৎ শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে কদমতলা মিডিয়া সেন্টার বনাম জালাইবাড়ি যুব সংকল্প ক্লাব।

লীগে রামকৃষ্ণকে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকায় উপরে উঠলো ফরোয়ার্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। ট্রফি দখলের লড়াইয়ে আরো একবার টিকে থাকলো ফরওয়ার্ড ক্লাব। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত শ্যামসুন্দর জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ফরওয়ার্ড এবার পরাজিত করল রামকৃষ্ণ ক্লাবকে। শুক্রবার আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে উভয় দল নিজেদের পঞ্চম ম্যাচটি খেলতে নামে। দুইদলের কাছেই ম্যাচটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইতিমধ্যেই টুর্নামেন্টের সুপারের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে এগিয়ে চলো সংঘ ও কল্যাণ সমিতি। এই অবস্থায় শেষ চারে জায়গা পেতে হলে অবশ্যই নিজেদের পঞ্চম ম্যাচের পুর পয়েন্ট দরকার। রামকৃষ্ণ চারটি ম্যাচে লড়াই করে ছয় পয়েন্ট সংগ্রহ করে। অন্যদিকে তাদের প্রতিপক্ষ ফরওয়ার্ড সময় সংখ্যক ম্যাচ খেলে সংগ্রহ করে ৭ পয়েন্ট। পয়েন্ট তালিকার এই বিন্যাসের মধ্যেই সুপারের আশা টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে দুটি দল এদিন নৈশকালিন ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের খেলায় প্রথম গোল করে রামকৃষ্ণ ক্লাব এগিয়ে থাকলেও দ্বিতিয়ারধের ব্যর্থতার কারণে শেষ পর্যন্ত পরাজয় মেনে নিয়ে মাঠ ছাড়ে। তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ ও জমজমাট লড়াইয়ে এদিন ম্যাচের ৩০ মিনিটের মাথায় আর এস রামকৃষ্ণের পক্ষে প্রথম গোল করে পিছিয়ে দেয় ফরোয়ার্ড ক্লাবকে। কিন্তু প্রথমারদের অবশিষ্ট সময়ে ফরওয়ার্ড ক্লাবের ফুটবলাররা পাল্টা আক্রমণ আনার চেষ্টা করলেও ম্যাচ সমতায় আনতে ব্যর্থ।বিরতির পর দ্বিতীয়ারদের খেলা শুরু হলে মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে ম্যাচ সমতা আনতে সক্ষম হয় ফরওয়ার্ড। ৪৭ মিনিটের মাথায় এম বি সিং ম্যাচের দ্বিতীয় গোলটি করে সমতায়ানে ম্যাচ। এবার শুরু হয় এগিয়ে যাওয়ার লড়াই। আর তাতেই বাজিমাত দেখায় ফরওয়ার্ডের ফুটবলাররা। ৫৯ মিনিটে সুকান্ত জমাতিয়া একটি গোল করে এগিয়ে দেয় ফরওয়ার্ডকে। ৬২ মিনিটে জুয়ালা ফরওয়ার্ডের পক্ষে তৃতীয় গোলটি করে দলকে চালকের আসনে বসিয়ে দেয়। যা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বহাল থাকায় রামকৃষ্ণ ক্লাবকে ব্যাক ফুটে ঠেলে দিয়ে সুপারের দৌরে কয়েক কদম এগিয়ে গেল ফরওয়ার্ড ক্লাব। দুই দলের ম্যাচটি এদিন পরিচালনা করেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা।

ঋতুরাজের শতক, সানি-পারভেজের বোলিং সংহতিকে সাত উইকেটে হারালো জেসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। যোগেশ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে প্রত্যাশিত জয় তুলে নিয়েছে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব। এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত তিন দিবসীয় এই ম্যাচে বৃষ্টি ও মন্দ আলোর কারণে দ্বিতীয় দিনে মাত্র ৬৪ ওভার খেলা সম্ভব হলেও সংহতি ক্লাবকে ৭ উইকেটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়নগর। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ব্লাডমাউথের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে ৩ পয়েন্ট অর্জনের পর, এই জয়ে লিগ তালিকায় নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করল দলটি।

ম্যাচের শুরুতে প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের সুশৃঙ্খল বোলিং আক্রমণের সামনে সংহতি ক্লাব মাত্র ৭৬ রানে (২৯.৩ ওভার) অলআউট হয়ে যায়। জয়নগরের হয়ে ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, সানি সিং এবং নীতিশ কুমার সাহানি ২টি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ৩৯.২ ওভারে ৫ উইকেটে ২১১ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে। জয়নগরের জয়ে মূল ভূমিকা নেন ঋতুরাজ ঘোষ রায়, যিনি ১০২ বলে ১৪টি বাউন্ডারি ও ৩টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১০ রানের একটি অনবদ্য শতক হাঁকান। এছাড়া অধিনায়ক রজত দে ৩৭* এবং অর্কপ্রভ সিনহা ৩৬ রান অবদান রাখেন।দ্বিতীয় ইনিংসে পিছিয়ে থেকে ব্যাট করতে নেমে সংহতি ক্লাব ৪৮.৩ ওভারে ১৬৪ রানে অলআউট হলে জয়নগরের সামনে জয়ের জন্য লক্ষ্য দাঁড়ায় মাত্র ৩০ রানের। জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ৪.৫ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। পুরো ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং নৈপুণ্য প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের সানি সিং 'প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ'-এর খেতাব অর্জন করেন।

ম্যাচ ড্র, রোমাঞ্চকর ভাবে লিড নিয়ে স্ফুলিঙ্গের তিন পয়েন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।। যোগেশ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের মুখোমুখি হয়েছিল ব্লাড মাউথ ক্লাব। টি আই টি গ্রাউন্ডে আয়োজিত এই তিন দিনব্যাপী ম্যাচের প্রথম ইনিংসে লড়াই জমে উঠলেও শেষ পর্যন্ত খেলাটি ড্রয়ে নিষ্পত্তি হয়। বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিনে ৫৮ ওভার খেলায় স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ১৮৫/৬ রান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিনে স্ফুলিঙ্গের প্রথম ইনিংস ১৯৯ রানে (৬২.৫ ওভার) গুটিয়ে যায়, যার জবাবে দারুণ লড়াই চালিয়েও ব্লাড মাউথ ক্লাব ৫৪ ওভারে ১৯৪/৮ রান তোলে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শেষ দিনে ব্লাড মাউথ তাদের বাকি থাকা দুই উইকেটে প্রয়োজনীয় ৫ রান তুলতে ব্যর্থ হলে মাত্র ৫ রানের জন্য প্রথম ইনিংসে লিড পাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়। দুর্দান্ত বোলিং নৈপুণ্যের জন্য ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হন বালকেশ যাদব।

প্রথম ইনিংসে স্বস্তিদায়ক ৫ রানের লিড নেওয়ার পর স্ফুলিঙ্গ ক্লাব দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে। তৃতীয় তথা অন্তিম দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা ৪৮ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১২৮ রান তোলে। ব্লাড মাউথের হয়ে প্রথম ইনিংসে অধিনায়ক মনিশঙ্কর মুরাসিং ২৩ রানে ৩টি এবং অমিত আলী ২৯ রানে ৩টি উইকেট নেন। অপরদিকে স্ফুলিঙ্গের হয়ে বৈভব পাল ৭৬ রানে ৩টি এবং সন্দীপ সরকার ও শুভম ঘোষ ২টি করে উইকেট শিকার করেন। ম্যাচটি ড্র হলেও প্রথম ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ লিড নেওয়ার সুবাদে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ৩ পয়েন্ট অর্জন করতে সমর্থ হয়, অন্যদিকে হতাশাজনকভাবে সামান্য ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে ইনিংস শেষ করতে হয় ব্লাড মাউথ ক্লাবকে।

টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের ট্রফি দিয়ে উৎসাহিত ডিএম-এর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর।।রাজ্য স্কুল টেবিল টেনিসে সিপাহীজলা জেলা টিম চ্যাম্পিয়নের শিরোপা অর্জন করে। অনূর্ধ ১৪ এবং অনূর্ধ ১৭ বালক বালিকা বিভাগে এই সাফল্য এসেছে সিপাহীজলার। স্কুল মিট থেকে আটজন খেলোয়াড় জাতীয় স্তরে নির্বাচিত হয়। চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতেই আগরতলা এন এস আর সি সি তে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এবারই প্রথম সিপাহীজলা টিম চ্যাম্পিয়ন হয়। এই খবরে ভীষণভাবে খুশি সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয় সওয়াল। শুক্রবার দুপুরে তার চেম্বারে খেলোয়ারদের ডেকে তাদের হাতে ট্রফি এবং সার্টিফিকেট তুলে দেন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেলাশাসক বলেন টেবিল টেনিসে সিপাহীজলার ছেলেমেয়েরা খুব ভালো সাফল্য অর্জন করে। আগামী দিনে তারা আরো ভালো খেলে রাজ্য এবং দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। খেলাধুলার মাধ্যমে সমাজকে নেশা মুক্ত করা যাবে। তাই সিপাহীজলার সমস্ত প্রতিভাবান যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন ধরনের খেলায় অংশগ্রহণ করতে তিনি আহ্বান রাখেন।

ত্রিপুরা-মিজোরাম সীমান্ত সমস্যা মেটাতে আধিকারিক পর্যায়ে আলোচনা : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: দীর্ঘদিনের ত্রিপুরা-মিজোরাম সীমান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে দুই রাজ্যের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে আধিকারিকদের আলোচনা হয়েছে বলে জানালেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা। আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের এই সমস্যা সমাধানের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সীমান্ত সমস্যা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এর আগে তিনি মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলেন। দুই রাজ্যকে আলোচনায় বসে দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান খোঁজার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন তিনি। সেই প্রস্তাবে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী সম্মতি জানিয়ে আগরতলায় এসে আলোচনায় বসার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

তবে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা জানান, দুই মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের আগে বিষয়টি আধিকারিক পর্যায়ে আলোচনা করে নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী মিজোরাম থেকে আধিকারিকরা ত্রিপুরায় এসে প্রাথমিক আলোচনা করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গতকাল আমাকে জানানো হয়েছে যে মিজোরামের আধিকারিকরা এসেছিলেন। আমাকে শুধু বলা হয়েছে যে আলোচনা হয়েছে। তবে ওই বৈঠকে ঠিক কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য তাঁর হাতে পৌঁছায়নি বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ রিপোর্ট পাওয়ার পরই আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত মন্তব্য করবেন বলে জানান তিনি।

দুই রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সীমান্ত সমস্যার সমাধান আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। পারস্পরিক বোঝাপড়া ও আলোচনার ভিত্তিতে এই জটিল সমস্যার একটি সমাধান অবশ্যই বের হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তবে অবশ্যই একটি সমাধান বের হবে। ত্রিপুরা ও মিজোরামের মধ্যে দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধ নিরসনে আধিকারিক পর্যায়ের এই আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। আগামী দিনে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পর্যায়েও এ বিষয়ে বৈঠক হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ধর্মনগরে চা শ্রমিক ইউনিয়নের ১১তম রাজ্য সম্মেলন, নতুন কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ সেপ্টেম্বর: ধর্মনগরের সুধাময় মজুমদার মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল ত্রিপুরা চা শ্রমিক ইউনিয়নের ১১তম রাজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন। খসড়া প্রতিবেদনের ওপর নয়জন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। অধিবেশন পরিচালনা করেন রামলতি গোয়ালা, মাখন লাল পাল ও ধনেশ্বর নায়েকের সভাপতিমণ্ডলী।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এবং সিটু-এর রাজ্য সভাপতি মানিক দে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিটু-এর রাজ্য সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত। প্রতিনিধিদের আলোচনার জবাব দেন পরেশ পাইক।

সম্মেলনের শেষে সর্বসম্মতিক্রমে ৪৫ সদস্যের নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন অমিতাভ দত্ত, আর সম্পাদক পদে পুনর্নির্বাচিত হন পরেশ পাইক। চা শ্রমিকদের অধিকার ও ন্যায্য দাবি আদায়ের আন্দোলন আরও জোরদার করার প্রত্যয় নিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

ইউরোপের বাজারে পাড়ি দিল ত্রিপুরার চা, দুর্গাবাড়ি কারখানা থেকে ২৩.৩১ মেট্রিক টনের রফতানি চালান

আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: আন্তর্জাতিক বাজারে ত্রিপুরার চায়ের পরিচিতি বাড়ানোর পথে বড়সড় পদক্ষেপ। শুক্রবার আগরতলার দুর্গাবাড়ি কেন্দ্রীয় চা প্রক্রিয়াকরণ কারখানা থেকে বিদেশের বাজারের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ২৩.৩১ মেট্রিক টন চায়ের চালান পাঠানো হয়েছে। এই চালান ইউরোপের বাজারে ত্রিপুরার চায়ের নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

শুক্রবার দুর্গাবাড়ি চা কারখানা প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রফতানি উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের (টিটিডিসি) চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ, শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের সচিব কিরণ গিত্তে-সহ দফতরের আধিকারিক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে টিটিডিসি চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ জানান, আন্তর্জাতিক রফতানির কথা মাথায় রেখেই নির্দিষ্ট মান বজায় রেখে এই চা প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিদেশে রফতানির আগে প্রায় ৪৮টি পৃথক গুণমানের মানদণ্ড পূরণ করতে হয়। সেই কঠোর মানদণ্ড মেনেই দুর্গাবাড়ি কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় চা প্রক্রিয়াকরণ ও প্রস্তুত করা হয়েছে।

সমীর রঞ্জন ঘোষের দাবি, এই চালান শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক উদ্যোগ নয়, বরং ত্রিপুরার চা শ্রমিক ও কর্মীদের গুণমান বজায় রেখে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের সক্ষমতারও প্রতিফলন।

তিনি জানান, শুক্রবার মোট দুটি চালান পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ হাজার ৩০০ কেজি বা ১৫.৩ মেট্রিক টন চা রাজ্যের বাইরের বাজারের জন্য পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি ৮ মেট্রিক টন চা কলকাতার অভ্যন্তরীণ বাজারে পাঠানো হয়েছে। বিদেশের বাজারের জন্য নির্ধারিত ১৫.৩ মেট্রিক টনের চালানটি বর্তমানে কলকাতার উদ্দেশে পরিবহণ করা হচ্ছে। কলকাতা থেকেই সেটি চূড়ান্ত আন্তর্জাতিক গন্তব্যে পাঠানো হবে।

টিটিডিসি চেয়ারম্যান আরও জানান, বিশেষ করে 'ত্রিপুরেশ্বরী' ব্র্যান্ডের চায়ের চাহিদা রাজ্যের বাইরে ক্রমশ বাড়ছে। এই রফতানি উদ্যোগ ভবিষ্যতে ত্রিপুরার চায়ের জন্য আরও বড় আন্তর্জাতিক অর্ডার পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে তিনি আশাবাদী।

চা শ্রমিকদের কল্যাণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন সমীর রঞ্জন ঘোষ। চা শ্রমিকদের জমির লিজ প্রদান এবং মুখ্যমন্ত্রীর চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, চা শিল্পে এখনও একাধিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তবে রাজ্য সরকার বর্তমানে ত্রিপুরার চা শিল্পের উন্নয়নে আরও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ত্রিপুরার চায়ের স্বাদ ও গুণমানের স্বীকৃতি আরও বাড়বে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। এই রফতানি উদ্যোগের ফলে চা শ্রমিক, ক্ষুদ্র চা উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষ উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। ইউরোপের বাজারের উদ্দেশে পাঠানো এই চালানকে ত্রিপুরার চা শিল্পের আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা।

খোয়াই জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সাধারণ মানুষের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে খোয়াই জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৫০০ মিটার এলাকায় সাধারণ মানুষের চলাচলের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বিএনএসএস ২০২৩ এর ১৬৩ নং ধারা অনুযায়ী খোয়াই জেলার জেলাশাসক রাত ৮টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত সময়ে মানুষের চলাচলের উপর এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে এবং তা ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত সামরিক/আধাসামরিক এবং রাজ্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ, খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার এবং খোয়াই মহকুমার মহকুমা শাসকের জারি করা বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, জরুরী সরকারি কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারি এবং অবিলম্বে চিকিৎসা প্রয়োজন এমন ব্যক্তি এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বিএনএস ২০২৩ এর ১৬৩নং ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

'দুর্ঘটনার সময় গাড়ির চালকের আসনে আমিই ছিলাম', ওয়েস্টার্ন ক্লাবের কাছে দুর্ঘটনায় নতুন দাবি টিএসআর জওয়ানের

আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: রাজধানীর ওয়েস্টার্ন ক্লাব গোলচক্করের কাছে গত ৩১ আগস্টের পথ দুর্ঘটনাকে ঘিরে নতুন মোড়। দুর্ঘটনার সময় টিএসআরের গাড়ির চালকের আসনে তিনিই ছিলেন বলে দাবি করেছেন ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের এক জওয়ান। তাঁর এই দাবির ফলে ঘটনাটি নিয়ে তদন্তে নতুন প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, দুর্ঘটনায় একটি বৈদ্যুতিক অটোর তিন যাত্রী আহত হয়েছিলেন। দুর্ঘটনার পর অভিযোগ উঠেছিল, টিএসআরের এক কমান্ড্যান্টের ব্যবহৃত গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন এক নাবালিকা এবং সংঘর্ষের সময় গাড়িটির চালকের আসনে তিনিই ছিলেন। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। এমনকি দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে রাস্তা অবরোধও করা হয়েছিল।

এরই মধ্যে ঘটনায় নতুন দাবি সামনে এনেছেন আমবাসা মহকুমার কাঞ্চনছড়ার তৃতীয় টিএসআর ব্যাটালিয়নে কর্মরত জওয়ান সন্দীপ কুমার। মামলাসংক্রান্ত নথি অনুযায়ী, গত ৯ সেপ্টেম্বর দাখিল করা একটি হলফনামায় তিনি দাবি করেছেন, দুর্ঘটনার সময় সংশ্লিষ্ট গাড়িটি তিনিই চালাচ্ছিলেন।

অন্যদিকে, দুর্ঘটনার তদন্তের অংশ হিসেবে মামলার তদন্তকারী আধিকারিক সাব-ইন্সপেক্টর রামব্রত ঘোষ গত ৯ সেপ্টেম্বর সন্দীপ কুমারকে নোটিশ জারি করেন। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ২০২৩-এর ৩৫(৩) ধারায় জারি করা ওই নোটিশে তাঁকে দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও পরিস্থিতি যাচাইয়ের জন্য পুলিশের কাছে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসাবাদে অংশ নিতে বলা হয়।

নোটিশ অনুযায়ী, নোটিশ পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে সকাল ১০টায় পশ্চিম আগরতলা থানায় তদন্তকারী আধিকারিকের সামনে হাজির হতে বলা হয়। একইসঙ্গে তাঁকে নিজের ছবি-সহ পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

পুলিশের জারি করা নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, তদন্তে সন্দীপ কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদের যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া গেছে। মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য ও ঘটনার প্রকৃত পরিস্থিতি জানতেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন বলে জানানো হয়। নোটিশের নির্দেশ অমান্য করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

এদিকে, দুর্ঘটনার সময় গাড়ির চালকের আসনে তিনি ছিলেন বলে সন্দীপ কুমারের সাম্প্রতিক দাবি এখন পুলিশের তদন্তের আওতায় আসবে। তাঁর হলফনামায় করা দাবি এবং দুর্ঘটনার সময় নাবালিকা গাড়ি চালাচ্ছিলেন বলে ওঠা অভিযোগদুই বিষয়ই তদন্ত করে পুলিশ কী তথ্য সামনে আনে, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে।

দুর্ঘটনায় আহত তিন যাত্রী, স্থানীয়দের প্রতিবাদ এবং চালককে ঘিরে ওঠা পরস্পরবিরোধী দাবির জেরে ঘটনাটি ইতিমধ্যেই চর্চায় এসেছে। এখন পুলিশের তদন্তেই স্পষ্ট হবে দুর্ঘটনার সময় প্রকৃতপক্ষে গাড়ির চালকের আসনে কে ছিলেন এবং কীভাবে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল।

বর্ষামঙ্গল উৎসব উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: পশ্চিম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আজ বর্ষামঙ্গল উৎসব-২০২৬ উদযাপন করা হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটর প্রসেনজিৎ লোধ ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সুব্রত চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল বলেন, বর্ষাকে আহ্বান জানিয়ে বর্ষামঙ্গল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কারণ বর্ষা আমাদের সকলের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বর্ষা না এলে আমাদের পৃথিবী শুকিয়ে যাবে। বর্ষার জলেই আমাদের মাটি প্রাণ ফিরে পায়। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে আমাদের প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা গীতারাণী ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি আশিষ ব্যানার্জি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা অমৃত দেববর্মা। বর্ষামঙ্গল উৎসব উপলক্ষে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তিনটি বিভাগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি বিভাগ থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারিদের পুরস্কৃত করা হয়। সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল সহ অন্যান্য অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

জলিল রহমানের মৃত্যু ঘিরে তৎপর জমিয়ত, দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে থানায় ডেপুটেশন

আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: ঘিলাতলী বাজারের বাসিন্দা জলিল রহমানের মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে এবার সরব হলো ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ। মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে ঘটনার বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে তাঁর বাড়িতে ছুটে গেল জমিয়তের সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল।

প্রতিনিধি দলের সদস্যরা মৃত জলিল রহমানের পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন এবং মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। পাশাপাশি মৃতের পিতা-সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকেও ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন তাঁরা।

এরপর জলিল রহমানের মৃত্যুর ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার এবং সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে কল্যাণপুর থানায় ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। জমিয়তের পক্ষ থেকে থানার ওসির কাছে দাবি জানানো হয়, তদন্তের মাধ্যমে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হোক।

জমিয়তের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মুফতি তৈয়ীবুর রহমান, বিশিষ্ট সমাজসেবক-সহ অন্যান্য সদস্যরা।

জলিল রহমানের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই এলাকায় নানা প্রশ্ন ও আলোচনা তৈরি হয়েছে। জমিয়তের এই উদ্যোগের পর এখন ঘটনার তদন্ত কতটা এগোয় এবং পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন মৃতের পরিবার ও স্থানীয়রা।

একাধিক দাবিতে খোয়াইয়ে কংগ্রেসের ছয় ঘণ্টার গণ অবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১১ সেপ্টেম্বর: একাধিক দাবিকে সামনে রেখে খোয়াই জেলা যুব কংগ্রেস ও ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে খোয়াইয়ের নিপেন চক্রবর্তী অ্যাভিনিউতে ছয় ঘণ্টার গণ অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মসূচি থেকে রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবির বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

গণ অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীলকমল সাহা, খোয়াই জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জয় সিং চৌধুরী, প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা সাগরিকা সেন-সহ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা।

উচ্চশিক্ষায় শিক্ষা ঋণের সুযোগ নিয়ে এমএমডি কলেজে আলোচনা, পিএম-বিদ্যালক্ষ্মী স্কিমের সুবিধা তুলে ধরলেন এলডিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১১ সেপ্টেম্বর: উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা ও শিক্ষা ঋণের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতন করতে শুক্রবার সাব্রুমের মাইকেল মধুসূদন দত্ত (এমএমডি) কলেজে পিএম-বিদ্যালক্ষ্মী স্কিম নিয়ে এক বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দক্ষিণ ত্রিপুরার লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজারের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরার লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার মি. জেঙ্কানখাপ তনসিং এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার ফিনান্সিয়াল মনিটরিং অফিসার কিংকর মিত্র। অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ।

আলোচনায় পিএম-বিদ্যালক্ষ্মী স্কিমের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা এবং কারা এই স্কিমের আওতায় শিক্ষা ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন, সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা হয়।

লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার মি. জেঙ্কানখাপ তনসিং জানান, দেশের মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার ব্যয় মেটাতে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ শিক্ষা ঋণ ব্যবস্থার সুযোগ তৈরি করেছে। এই স্কিমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল, নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলে শিক্ষা ঋণের জন্য কোনো ধরনের জামিন বা গ্যারান্টারের প্রয়োজন হবে না। তিনি জানান, দেশের শীর্ষস্থানীয় ও গুণমানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাওয়া যোগ্য শিক্ষার্থীরা এই স্কিমের আওতায় সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শিক্ষা ঋণ পেতে পারেন। পাশাপাশি, যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় ৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, সেই পরিবারের শিক্ষার্থীরা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ সুদে ছাড় পাওয়ার সুযোগ পাবেন। এছাড়াও, যেসব শিক্ষার্থীর পরিবারের বার্ষিক আয় ৪.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, তারা নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে সম্পূর্ণ সুদ মওকুফের সুবিধা পেতে পারেন বলে জানানো হয়। ৭.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শিক্ষা ঋণের ক্ষেত্রে ভারত সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলিকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ক্রেডিট গ্যারান্টি প্রদান করবে বলেও আলোচনায় উল্লেখ করা হয়। শিক্ষার্থীদের ঋণ পরিশোধের বিষয়েও বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়। পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর এক বছরের মরাটোরিয়াম সময় বাদ দিয়ে সর্বোচ্চ ১৫ বছর পর্যন্ত ঋণ পরিশোধের সুযোগ রয়েছে বলে জানানো হয়। অনুষ্ঠানে ফিনান্সিয়াল মনিটরিং অফিসার কিংকর মিত্র উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন। শিক্ষা ঋণের বিভিন্ন দিক, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য উপলব্ধ বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরা পিএম-বিদ্যালক্ষ্মী স্কিমের আওতায় শিক্ষা ঋণ ও সুদে ছাড়সহ বিভিন্ন সুবিধা সম্পর্কে সরাসরি জানার সুযোগ পান।

একই রাতে একই পাড়ার তিন বাড়িতে গরু চুরি, আতঙ্ক পশ্চিম কাঞ্চনমালায়

আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: একই রাতে একই পাড়ার তিনটি বাড়িতে গরু চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আমতলী থানার অন্তর্গত পশ্চিম কাঞ্চনমালা এলাকায়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে চোরের দল পরেশ মজুমদার, প্রবীর মজুমদার এবং প্রশান্ত চৌধুরীর বাড়িতে হানা দিয়ে তিনটি গরু চুরি করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। চুরি হয়ে যাওয়া গরুগুলির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

জানা গেছে, শুক্রবার সকালে বাড়ির গোয়ালঘর থেকে গরু বের করতে গিয়ে চুরির বিষয়টি প্রথম নজরে আসে পরিবারের সদস্যদের। গরু না দেখতে পেয়ে তাঁরা চিৎকার শুরু করলে আশপাশের বাড়ির লোকজন ছুটে আসেন। পরে খবর দেওয়া হয় আমতলী থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চুরির ঘটনাটি তদন্ত করে।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে চোরের দল শুধু এই তিনটি বাড়িতেই নয়, এলাকার আরও কয়েকটি বাড়িতে গরু চুরির চেষ্টা চালিয়েছিল। তবে অন্যান্য বাড়িতে তাদের সেই চেষ্টা সফল হয়নি বলে জানা গেছে।

স্থানীয়দের দাবি, প্রায় দুই বছর আগেও কাঞ্চনমালা বাজার সংলগ্ন এলাকায় একই কায়দায় পরপর দুইটি বাড়ি থেকে একাধিক গরু চুরির ঘটনা ঘটেছিল। দীর্ঘদিন পর ফের একই এলাকায় একই ধরনের চুরির ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে গো-পালকদের মধ্যে।

এদিকে, ভুক্তভোগী পরেশ মজুমদার জানান, গরুর দুধ বিক্রি করেই মূলত তাঁর সংসার চলে। প্রতিদিন প্রায় চার থেকে পাঁচ লিটার দুধ বিক্রি করতেন তিনি। ফলে গরু চুরি হয়ে যাওয়ায় তিনি আর্থিকভাবে যেমন ক্ষতির মুখে পড়েছেন, তেমনই মানসিকভাবেও ভেঙে পড়েছেন বলে জানান।

একই রাতে একই পাড়ার তিনটি বাড়ি থেকে তিনটি গরু চুরির ঘটনায় এলাকার অন্যান্য গো-পালকরাও উদ্বিগ্ন। তাঁদের আশঙ্কা, চোরের দল ফের সক্রিয় হয়ে উঠলে আগামী দিনে আরও বাড়িতে গরু চুরির ঘটনা ঘটতে পারে।

ভুক্তভোগী পরেশ মজুমদার, প্রবীর মজুমদার ও প্রশান্ত চৌধুরী দ্রুত চুরি যাওয়া গরুগুলি উদ্ধারের পাশাপাশি অভিযুক্ত চোরদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের আশা, পুলিশ সক্রিয়ভাবে তদন্ত চালালে চুরি যাওয়া গরু উদ্ধার এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে তৃতীয় জাতীয় লোক আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: আগামীকাল রাজ্যে আয়োজিত হচ্ছে এ বছরের তৃতীয় জাতীয় লোক আদালত। ত্রিপুরা হাইকোর্ট ছাড়াও রাজ্যের সব জেলা এবং মহকুমা আদালত চত্বরে এই লোক আদালত বসবে। জাতীয় লোক আদালতে মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ, বৈবাহিক বিরোধ সংক্রান্ত মামলা, ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত মামলা, বিএসএনএলের বিল পরিশোধ সংক্রান্ত মামলা, আপোষযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের (এমভি অ্যাক্ট, টিপি অ্যাক্ট, টিজি অ্যাক্ট, এক্সাইজ অ্যাক্ট ইত্যাদি) মামলা, চেক বাউন্স (এনআই অ্যাক্ট) সংক্রান্ত মামলা, ভোক্তা অধিকার, অন্যান্য ফৌজদারি আপোষযোগ্য বিরোধ এবং চাকরি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। ত্রিপুরা হাইকোর্টে একটি লোক আদালত বেঞ্চ করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে মামলার পক্ষ-বিপক্ষ/উভয়পক্ষকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান বিচারপতি ড. অমরনাথ গৌড় জাতীয় লোক আদালত সফল করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। দ্রুত ও বিনা আইনি খরচে সংশ্লিষ্ট সবাইকে মামলা নিষ্পত্তির সুবিধা নিতে ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব ভিপি দেববর্মা আবেদন জানিয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় ড্রেনের নোংরা জল ক্ষোভ রাম ঠাকুর সংঘ এলাকার বাসিন্দাদের

আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর: সামান্য বৃষ্টি হলেই ড্রেনে জমছে জল। কিছুক্ষণ পর সেই জল উপচে পড়ছে রাস্তায়। নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত জলের উপর দিয়েই বাধ্য হয়ে চলাচল করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। দীর্ঘদিন ধরে ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের রাম ঠাকুর সংঘ এলাকার বাসিন্দারা এই সমস্যায় ভুগছেন বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নিকাশি নালা এবং কর্পোরেশনের ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ না করার কারণেই পরিস্থিতি দিন দিন আরও জটিল হয়ে উঠছে। তাঁদের দাবি, ড্রেনের ভিতরে দীর্ঘদিন ধরে ময়লা-আবর্জনা, পলি ও বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য জমে রয়েছে। ফলে বৃষ্টির জল স্বাভাবিক গতিতে বের হতে পারছে না।

সামান্য বৃষ্টি হলেই প্রথমে ড্রেনে জল জমে এবং পরে সেই জল উপচে রাস্তায় চলে আসে বলে অভিযোগ। কোথাও কোথাও রাস্তার উপর দীর্ঘক্ষণ নোংরা জল জমে থাকায় পথচারীদের পাশাপাশি বাইক ও অন্যান্য যানবাহন চলাচলেও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

স্থানীয়দের দাবি, এই সমস্যা নতুন নয়। বর্ষা এলেই রাম ঠাকুর সংঘ এলাকায় একই পরিস্থিতি তৈরি হয়। বছরের পর বছর ধরে নিকাশি সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে বাসিন্দাদের মধ্যে। তাঁদের প্রশ্ন, কর্পোরেশনের ড্রেন যদি নিয়মিত পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, তাহলে সামান্য বৃষ্টিতেই কেন ড্রেন উপচে রাস্তা জলমগ্ন হবে? বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, সমস্যার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্পোরেটর অঞ্জনা দাসের নজরেও আনা হয়েছে। তবে অভিযোগ জানানোর পরও ড্রেন পরিষ্কার এবং নিকাশি ব্যবস্থার স্থায়ী উন্নয়নে প্রত্যাশিত উদ্যোগ দেখা যায়নি বলে দাবি তাঁদের।

স্থানীয়দের বক্তব্য, শুধু বৃষ্টির সময় জল সরিয়ে দিয়ে সাময়িক ব্যবস্থা নিলে সমস্যার সমাধান হবে না। ড্রেনের ভিতরে জমে থাকা আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কার করার পাশাপাশি প্রয়োজনে নিকাশি নালা সংস্কার এবং জল নিষ্কাশনের স্বাভাবিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি।

নিকাশি ব্যবস্থাকে একটি মৌলিক নাগরিক পরিষেবা হিসেবে উল্লেখ করে বাসিন্দারা বলেন, সামান্য বৃষ্টিতেই যদি রাস্তায় জল জমে যায়, তাহলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত হয়। বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের চলাচলে বেশি সমস্যার মুখে পড়তে হয়। দীর্ঘ সময় নোংরা জল জমে থাকলে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়। এদিকে সামনে এসেছে কর্পোরেটর নির্বাচন। ফলে এলাকার নাগরিক পরিষেবা এবং আগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন তুলছেন ভোটারদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে রাস্তা, ড্রেন এবং অন্যান্য নাগরিক পরিষেবা নিয়ে নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে বহু সমস্যা এখনও রয়ে গেছে।

স্থানীয়দের বক্তব্য, ভোটের সময় প্রতিশ্রুতির অভাব থাকে না। কিন্তু ভোটের পর সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাগুলি কতটা গুরুত্ব পায়, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন।

সামান্য বৃষ্টিতে ড্রেনের জল রাস্তায় উঠে আসার মতো সমস্যারও যদি স্থায়ী সমাধান না হয়, তাহলে নাগরিকদের প্রত্যাশা কতটা পূরণ হয়েছে, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

তাঁদের দাবি, নির্বাচনের আগে নতুন করে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পাশাপাশি আগের প্রতিশ্রুতিগুলির বাস্তবায়নের হিসাবও জনগণের সামনে তুলে ধরা হোক। ড্রেন পরিষ্কার, নিকাশি নালার সংস্কার এবং জল জমার সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধানে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন রাম ঠাকুর সংঘ এলাকার বাসিন্দারা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road, Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 12-09-2026, 01:24